প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪১ ❖ ৬ - ১২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নভেম্বর মাস পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

ক্ষণিকের স্বর্গবাস

অমরত্বের যাত্রা

মৃতেরা একদিন অনন্ত জীবনের অংশীদার হবেন

বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২২" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows ৭-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্র বিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৪১
৬ - ১২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রতিদিন মৃত্যুর কথা ভাবুন

মানুষ মরণশীল। তথাপি মৃত্যুর স্বাভাবিক বাস্তবতা ভুলে থাকতে চাই আমরা। মৃত্যু বলতেই এক হিমশীতল অনুভূতি আমাদেরকে ঘিরে ধরে। আমরা প্রতিয়িত দেখছি মানুষ মারা যাচ্ছে রোগে-শোকে বা দুর্ঘটনায়। মৃত্যু হচ্ছে রাস্তাঘাটে, হাসপাতালে, বাড়িতে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে। বয়সে ন্যুব্জ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অসুস্থতায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে যেমনি তেমনি আবার কোলের শিশুও একদিনের অসুখে চলে যাচ্ছে পরপারে। সুস্থ-সবল কর্মঠ মানুষ কাজ করতে করতেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আবার প্রাণবন্ত যুবকেরাও এক নিমেষে না ফেরার দেশে চলে যায়। মানুষের জীবনে সময় ও ধরণে মৃত্যুর পার্থক্য থাকলেও মৃত্যু সর্বজনীন ও অবধারিত। মৃত্যুকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি আর পারবেও না। কেননা জন্মের মতো মৃত্যুও জীবন বাস্তবতা। জন্মের মধ্যদিয়ে মানুষ জগতের ক্ষয়িষ্ণু জীবনে প্রবেশ করে আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে। তাই মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মৃত্যু নিয়ে ভীত-শংকিত না হয়ে ভাবতে হবে জীবনকে কিভাবে সুন্দর ও কল্যাণকামী করা যায়।

মৃত্যু নিয়ে নিয়মিত চিন্তা আমাদেরকে আরও জীবনমুখি করে তোলে ও জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। আমরা সারাজীবন জগতে থাকবো না ঠিকই কিন্তু আমাদের কর্ম ও সুন্দর-পবিত্র জীবনাদর্শ যুগ যুগ বেঁচে থাকবে। তাই মৃত্যু সচেতন ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে জীবন-যাপন করে। প্রিয়জন ও পরিজনদের নিয়ে তারা থাকে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা এবং তা বাস্তবায়িত করার বিভিন্ন কর্ম-কৌশল। অন্যদিকে একজন মানুষের মাঝে যখন মৃত্যু ভয় থাকে না তখন সে তার জীবন নিয়ে যেকোন রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মৃত্যু ভাবনা জীবনকে ভালবাসতে ও সচেতন হতে সহায়তা করে। জীবনকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। কিন্তু এই জীবন যে আর চিরকালের নয়, হৃদয়ের ভেতর থেকে এই বোধ যখন মানুষের মাঝে তৈরি হয় তখন সে জীবনের মূল্য বুঝতে পারে। সচেতন হয় জীবনের স্বল্প সময়টুকু যথার্থ ব্যবহারে।

অনিশ্চিত এই জীবনের এক মিনিটের ভরসা নেই। এ জগতে অবস্থানের এক মিনিটের ভরসা না থাকলেও এখানে থাকতে এবং নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে আমরা ঠিক বেঠিক কত পন্থাই না অবলম্বন করি। নিজেদের নিশ্চিত ও আরামপ্রদ ভবিষ্যতের জন্য অন্যায়ের সাথে মিতালি গড়তেও দ্বিধা করি না। আমরা যারা ফাইল বা কাজ ঠেকিয়ে অন্যকে ঠকিয়ে, তোষামোদ করে ও তুষ্ট হয়ে, সত্যের সময় চুপ থেকে মিথ্যাতে গলা বাজিয়ে, গরীব-দুঃখীদেরকে বঞ্চিত করছি আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে - মৃত্যু আমার আসবেই আসবে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জগতের সকল দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সাঙ্গ হবে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জীবনের খেলা সাঙ্গ করে অনন্ত যাত্রা শুরু হয়। তাই প্রতিদিন একবার করে যদি আমরা মৃত্যুর কথা ভাবি তাহলে আমরা অনেক মিথ্যা অহংকার, রেষারেষি, বিবাদ, দলাদলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ইচ্ছা পোষণ করবো। মনে রাখি সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে জগত ছাড়ি, তবে কেন এত হানাহানি, মারামারি।

আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা যারা পবিত্র জীবনযাপন করেছেন তারা স্বর্গে গিয়ে সাধু-সাধ্বীদের সাথে মিলিত হবেন। আমরাও যেন জীবনকালে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ভাল মৃত্যু পাই ও পরে স্বর্গীয় সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে থাকতে পারি। তার জন্য আমাদের উচিত, জীবনের প্রতিটি কাজেই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা। মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে দুনিয়ার সব খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মৃত প্রতিদিন তাদেরকে স্মরণ করি এবং নিজ মৃত্যুর কথা চিন্তা ও ধ্যান করি। প্রতিদিনের মৃত্যু ধ্যান আমাদেরকে পবিত্রতার সাধনায় শুদ্ধ হতে সহায়তা করবে॥ †

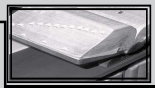

মৃতেরা যে সত্যিই পুনরুত্থিত হয়, সে কথা মোশী নিজেই তো স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন জ্বলন্ত ঝোপের সেই কাহিনীটির মধ্যে। তিনি তো সেখানে প্রভুকে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর ব'লেই ডেকেছেন। - লুক ২০:৩৭

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

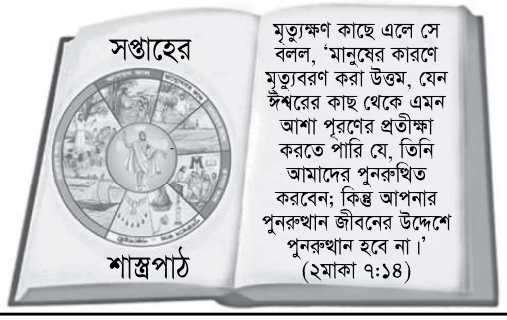

মৃত্যুক্ষণ কাছে এলে সে বলল, 'মানুষের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; কিন্তু আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না।' (২মাকা ৭:১৪)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৬ - ১২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৬ নভেম্বর, রবিবার
২ মাকা ৭: ১-২, ৯-১৪, সাম ১৭: ১, ৫-৬, ৮, ১৫, ২ থেসা ২: ১৬--৩: ৫, লুক ২০: ২৭-৩৮ (সংক্ষিপ্ত ২০: ২৭, ৩৪-৩৮)

৭ নভেম্বর, সোমবার
তীত ১: ১-৯, সাম ২৪: ১-৬, লুক ১৭: ১-৬

৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার
তীত ২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ৩৭: ৩-৪, ১৮, ২৩, ২৭, ২৯, লুক ১৭: ৭-১০

৯ নভেম্বর, বুধবার
লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
পর্বদিবসের বাণীবিতান থেকে:
এজে ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২ (বিকল্প: ১ করি ৩: ৯-১১, ১৬-১৭), সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, ৯, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
মহাপ্রাণ সাধু লিও, পোপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
ফিলেমন ৭-২০, সাম ১৪৬: ৭-১০, লুক ১৭: ২০-২৫
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
সিরাখ ৩৯: ৬-১০, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, মথি ১৬: ১৩-১৯

১১ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু মার্টিন, বিশপ, *স্মরণদিবস*
২ যো ৪-৯, সাম ১১৯: ১-২, ১০-১১, ১৭-১৮, লুক ১৭: ২৬-৩৭
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
মিখা ৬: ৬-৮, সাম ১: ১-৬, মথি ২৫: ৩১-৪৬

১২ নভেম্বর, শনিবার
সাধু যোসাফাৎ, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
৩ যো ৫-৮, সাম ১১২: ১-৬, লুক ১৮: ১-৮
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
হিব্রু ১০: ৩২-৩৬, সাম ১: ১-৬, যোহন ১১: ৪৫-৫২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৬ নভেম্বর, রবিবার
+ ২০০১ সিস্টার এমেলিয়া থেরিয়াঁ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৭ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম আম্ব্রোজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এম ইমেল্ডা ক্রুজ আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ [সীমা] (ঢাকা)

৮ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ মৃত্যুকাল সিস্টার ভেরোনিক মরিস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ সিস্টার মারী হেলেন এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ ফাদার আন্তনিও আল্‌বের্তন্‌ এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৫৭ ফাদার লিও গোগিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার এম. বনিফাস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার আগ্নেস মিনজ্‌ সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৬৩ ফাদার আলফন্স মেতিভিয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

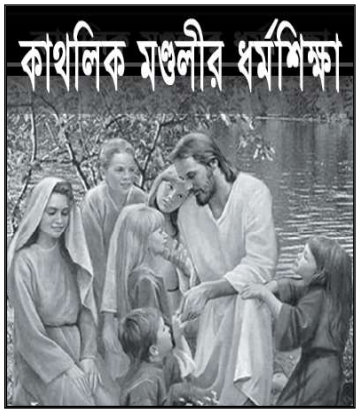

॥চ॥ অনুতাপ ও পুনর্মিলন সংস্কার

১৪৪০: সর্বোপরি পাপ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ। একই সময়ে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে যে মিলন, পাপ তা বিনষ্ট করে। এ কারণে মনপরিবর্তন উভয়কেই সম্পৃক্ত করে - ঈশ্বরের ক্ষমালাভ ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলন, যে ক্ষমা ও পুনর্মিলন প্রকাশিত ও সম্পন্ন হয় অনুতাপ ও পুনর্মিলন সংস্কারের ঔপাসনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

১৪৪১: একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করেন। যেহেতু যীশু ঈশ্বরপুত্র, তাই নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার মানবপুত্রের আছে", এবং তিনি এই ঐশ-ক্ষমতা ব্যবহার করেন: "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল"। অধিকন্তু, তাঁর এই ঐশ ক্ষমতার গুণে তিনি মানুষকে তাঁর নামে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেন।

১৪৪২: খ্রীষ্ট ইচ্ছা করেছেন যে, তাঁর গোটা মণ্ডলী প্রার্থনায়, জীবন-দৃষ্টান্তে ও কাজে হয়ে উঠবে তাঁর রক্তমূল্যে আমাদের জন্য অর্জিত ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের চিহ্ন ও উপায়। তবে তিনি এই ক্ষমাদানের অধিকার প্রৈরিতিক সেবাকর্মীদের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং "পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব" তাদের হাতে অর্পণ করেছেন। প্রেরিতদূত 'খ্রীষ্টের হয়ে' প্রেরিত হন, যার মাধ্যমে "ঈশ্বর নিজেই এই আবেদন জানান": "ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও"।

১৪৪৩: যীশু তাঁর প্রকাশ্য জীবনে শুধু পাপই ক্ষমা করেননি, তিনি এই ক্ষমার ফলও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন: ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপীদের তিনি ঐশজনগণের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে সমাজ থেকে পাপ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন, এমনকি উচ্ছেদ করেছিল। এর একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই সত্যটিতে জাজ্বল্যমান; তিনি পাপীদের তাঁর ভোজসভায় গ্রহণ করেন, এই সিদ্ধান্ত বিস্ময়করভাবে প্রকাশ করে ঈশ্বরের ক্ষমা এবং ঐশজনগণের বুকে ফিরে আসা।

১৪৪৪: প্রভু তাঁর প্রেরিতদূতদের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গেও পাপীদের পুনর্মিলিত করার ক্ষমতাও তাদেরকে প্রদান করেন। তাদের সেবাকাজের এই মাণ্ডলিক দিকটি সিমোন পিতরের প্রতি খ্রীষ্টের গুরুগম্ভীর অবিস্মরণীয় উক্তিটির মধ্যে নিহিত: "স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে"। "বন্ধন ও মোচন করার যে ক্ষমতা পিতরকে দেয়া হয়েছিল, তা আবার প্রেরিতদূতদের ভ্রাতৃসংঘকেও দেয়া হয়েছে, যদি তারা তাদের প্রধানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন তবে"।

ঘোষণা

বিশেষ কারণবশতঃ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র আগামী ১৩-১৯ নভেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সংখ্যাটি বন্ধ থাকবে এবং পরবর্তী "বিশেষ সংখ্যা" ২০-২৬ নভেম্বর যথারীতি প্রকাশ পাবে। উক্ত বিশেষ সংখ্যায় মৃত প্রিয়জনদের নিয়ে আপনাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারবেন।

সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

অমরত্বের যাত্রা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: জন্মিলে মরিতে হবে তখন কে কোথা রবে? এ প্রশ্নের উত্তর অনেক। তবে মৃত্যুর রকমফের সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা প্রচলিত আছে। শারীরিক মৃত্যু, আধ্যাত্মিক মৃত্যু, অমৃতলোক, অক্ষয়তা ও অনন্ত জীবন। মৃত্যুর স্বাদ সম্বন্ধে সাধু বাণার্ড-এর উপলব্ধি-স্বপ্নে তাকে বলা হলো-বার্ণাড তোমার মৃত্যু এখন হবে; বাণার্ড ঘুম থেকে বিছানার উপর দাঁড়ায়ে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে উচ্চস্বরে ছন্দের তালে তালে বলতে শুরু করলেন: মৃত্যু আমার সহোদরা, আমি তার ভাই, ভাই-বোনে হাত ধরে স্বর্গে চলে যাই। কী চমৎকার উদ্ধৃতি। অর্থাৎ মরার জন্য প্রস্তুত থাকার অভিপ্রায়ের প্রকাশ। যোহন মৃত্যু সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, গমের দানা যদি মাটিতে পরে না মরে তবে একটি মাত্র থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে অনেক ফসল উৎপন্ন করে। যে আপন প্রাণ ভালবাসে সে তা হারায়, আর যে এই জগতে আপন প্রাণ ঘৃণা করে সে অনন্ত জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে *(যোহন ১২:২৪-২৫)*।

দেহের আত্মিক রূপান্তর: সাধু পলের ভাবোক্তি হল- আমরা যখন নিজেদের নিম্নতর স্বভাবটার নিয়ন্ত্রণে ছিলাম, তখন তো বিধানেরই জন্যে পাপের কামনা-বাসনা আমাদের মধ্যে জেগে থাকতো, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় থাকতো। আর তাই আমাদের কাজকর্মে আমরা তখন মৃত্যুকেই ফলশালী করে তুলতাম। কিন্তু সেই সময় যা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল, আমরা তো এখন তার দিক থেকে মৃত হয়েছি, আমরা তো বিধানের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছি। আর তাই এখন আমরা পরমেশ্বরের সেবা করি নিছক কোন বিধানের পুরনো পথে চলে নয়, বরং আত্মিক প্রেরণার নতুন পথ অনুসরণ করেই *(রোমীয় ৭:৫-৬)*।

আবার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে- "ওই যে দেহ, যা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়, তা নশ্বর, যা পুনরুত্থিত হয়, অনশ্বর, যা পুঁতে রাখা হয়, তা হেয়, যা পুনরুত্থিত হয়, তা গৌরবময়, যা পুঁতে রাখা হয়, তা দুর্বল, যা পুনরুত্থিত হয়; তা শক্তিশালী, যা পুঁতে রাখা হয়, তা জৈব, একটা দেহ, যা পুনরুত্থিত হয়, তা আধ্যাত্মিক একটা দেহ। জৈব দেহ বলে যদি কোন কিছু থাকে, তবে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক দেহ বলেও কোন কিছু আছে *(১করি ১৫:৪২-৪৪)*।

জন্ম মানেই মৃত্যু: মৃত্যু শব্দটি যেন একটি দীর্ঘশ্বাস, একটি চাপা কষ্ট, একটি অপ্রিয় সত্য কথা। জন্মের বিপরীত শব্দই হলো মৃত্যু। এ যে চির সত্য একে মানতেই হবে। বড় বড় ডাক্তার, মনীষী, যাদুকর, বিজ্ঞানী তথা কেউই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। তবে হ্যাঁ, মৃত্যুর পরেও অনন্ত জীবন আছে। আর সেই জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের বর্তমান জীবনের উপর, আমাদের ভাল-মন্দ কাজের উপর। যেমন পবিত্র বাইবেলে আছে, আদমের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষ মারা যায়, তেমনি আবার খ্রিস্টের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে *(১করি ১৫:২২-২৩)*। এই জীবিত করা অর্থ স্বর্গে অনন্তকাল সুখে বাস করা। আমরা মানুষ, কথায়, চিন্তায় সারাক্ষণই পাপ করি কিন্তু ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি আমাদের দয়া করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে মৃত্যু সবার জন্য অবধারিত।

মৃত্যু মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাওয়া: বিস্মিত বা হতবাক হওয়ার মত এটা কোন কথা বা বিষয় নয়। এই কথাটার সত্যতা শতভাগ। পৃথিবীর নামকরা মানুষ হওয়া, বিদ্যা-বুদ্ধিতে খ্যাতি বা সুনাম অর্জন করা, কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ডিগ্রী এবং খেতাব লাভ করা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তজার্তিক পুরস্কার লাভ করা, বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় নাম ছাপা হওয়া, পৃথিবীর নামকরা জায়গা সমূহে সম্বর্ধনা পাওয়া, অন্যান্য অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার, খবর ইত্যাদি প্রচার হওয়া, অনেক মানুষের হাততালি, সোনার মেডেল, ফুলের তোড়া ও ফুলেল মালা পাওয়া- এরকম আরও অনেক পাওয়া থাকার পরও আমার বিবেচনায় প্রতিটি মানুষের জীবনে এগুলো শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠতম পাওয়া হচ্ছে 'মৃত্যু'।

ঈশ্বর প্রদত্ত মেধাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে যে কোন বিষয় দিয়ে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বা প্রমাণের প্রয়াস চালিয়ে যায় এবং একদিন সে সফলও হয় তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বা প্রমাণে। শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার পরও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মানুষ হয়েও সেই মানুষ তার জীবনের আয়ুকে বাড়াতে পারেনা। সেও মৃত্যুবরণ করে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী মানুষের নাম শুধু ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকে অন্য কোথাও না। জাগতিক সব অর্জনই শুধুমাত্র জীবন থাকাকালীন সময়ের জন্য। কেননা মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন অনন্তকালের জন্য। জন্মের মুহূর্ত থেকে 'মৃত্যু' কে আমরা জীবনে না পেলে 'অনন্ত জীবনে' প্রবেশাধিকার আমরা কখনোই পেতাম না।

মহামূল্যবান মৃত্যুর বিনিময়ে প্রাপ্ত জীবন, জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই তিনটি পর্যায় হলো-স্বর্গ সুখের জীবন, শুচাগ্নিস্থান এবং নরকের যন্ত্রণাদগ্ধ কষ্টকর জীবন। পর্যায় নির্ধারণ করে মৃত্যু আমাদের জীবনকালের কৃতকর্মের পাওয়া বা পুরস্কার সুনিশ্চিত করেছে। করেছে মানুষকে সতর্ক এবং সাবধান যাতে মানুষ বিবেকের দ্বারা সঠিকপথে পরিচালিত হয়ে শেষ দিনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করতে পারে। বেঁচে থাকা অবস্থায় মানুষ একটা আশা বুকে লালন করে রাখে। আশাটি হলো-মৃত্যুর পর একদিন সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে। মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন লাভের বিশ্বাসটি মানুষের জন্মগত। একে বিশ্বাস না করে মানুষের কোন উপায় নেই। মৃত্যুর পর পরই শুরু হয় মানুষের আর এক নতুন জীবন। যে জীবন পৃথিবীর জীবন ধারার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জীবনে জাতি, ধর্ম-বর্ণ কোন কিছুই থাকবেনা। থাকবেনা ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা। থাকবেনা আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয়জনদের পিছুটান।

বিভিন্ন গান রচয়িতাগণ ক্ষুদ্র জীবন সম্বন্ধে মাধুর্য দিয়ে হৃদয় গভীরের সত্ত্বায় মৃত্যু, বিচার ও স্বর্গধামের চরম সত্য বিষয় এমনিভাবে সুরের মূর্ছনায় তুলে ধরেছেন:

আমার আত্মা, কর স্মরণ,
কবে হবে হে মরণ।
বিচার হবে কি প্রকারে,
কোথায় রবে সর্বক্ষণ।।
১। আমি যদি স্বর্গে যাই,
চিরকাল সুখে রই
নরকেতে নিস্তার নাই
দুঃখ তথা সর্বক্ষণ।।
২। সময় আছে জীবনকালে,
নাহি উপায় মরণ হলে
যে যেমনভাবে চলে,
সেইরূপে হয় তার মরণ।।

(গীতাবলী-১১৪৯)

মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিস দান করেছেন। সেই দান হলো 'মৃত্যু'। ঈশ্বরের এই দান, এই মৃত্যু মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠতম পাওয়া বা 'মৃত্যু' কে নিয়ে আমরা যেন শংকিত না হয়ে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সৎকর্মের মাধ্যমে অনন্ত সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করি।

ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্বেষণ-নিস্ব হওয়া: ঈশ্বরের সুমহান পরিকল্পনায় মানুষ সৃষ্টি। ক্ষনিকের অতিথি হিসেবে জন্ম নিয়ে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপনে অতিবাহিত হয় স্বল্পকালীন জীবন। সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি মানুষ হতে কি চান তা আবিষ্কার, তাঁর ইচ্ছা পালন এবং অন্বেষণ করাই আমাদের মৌলিক ও নৈতিক দায়িত্ব। সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, এগুলো প্রত্যেক মানুষের নিত্যসঙ্গী। আবার ভোগে আনন্দ নাই, ত্যাগেই আনন্দ। ঈশ্বর যখন কোন কিছু করার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তখন আমাকে স্বীকার করতে হয় যে, মাঝে মাঝে আমার অজান্তেই তিনি তাই করেছেন। এভাবে অতিবাহিত হতে হতে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি এবং আমার শেষ পরিণিতি কি হবে? মূল্যায়ন করে দেখতে হচ্ছে- আমার চিন্তা, কাজ, ব্যবহার, অনুভূতি প্রভুর উদ্দেশেই কাটিয়েছি কিনা? আমি যখন শিশু ছিলাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম। এখন আমি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি সব মিলিয়ে একটি পর্যায়ে উপনীত হয়ে সবকিছু গুছিয়ে আনতে হচ্ছে পরম

পিতার চরণতলে হিসাব দেবার জন্য। এক্ষেত্রে অন্য কারো কিছু বলার বা করার নেই। আমি আমার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে প্রভুর নাম স্মরণ করতে করতে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হচ্ছে। যা কিছু নিজের বলে জানতাম, এখন তা সবকিছু রেখে নিঃস্ব হয়ে যেমনভাবে পৃথিবীতে এসেছি, তেমনিভাবে সজাগ থাকতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা করছি কিনা?

মৃত্যুই অমরত্ব: ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সবকিছুই একটা সুনির্দিষ্ট ধারা ও সময় রয়েছে। দিনের পর রাত্রি, দুঃখের পর আনন্দ, জন্মের পর মৃত্যু। নিরবচ্ছিন্নভাবে কোন অবস্থাই বিদ্যমান থাকতে পারেনা। মানুষের কর্তব্য শুধু ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। আর তাই যদি আমরা করি তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের তার উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। মানুষের অমরত্ব লাভের অবিরাম প্রচেষ্টায় খ্রিস্টই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাকে অমরত্ব দান করতে পারেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন, "পুনরুত্থান ও জীবন"। যে তাতে বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে-ই অমরত্ব লাভ করে। এই অমরত্ব হচ্ছে অন্তহীন আনন্দের অংশভাগী হওয়া। আমরা সবাই অমরত্বের অংশভাগী হতে চাই *(যোহন ১১:১৭-২৭)*। অন্যদৃষ্টিতে খ্রিস্ট বিশ্বাসীর নিকট মৃত্যু শেষ নয়, নতুন জীবনের সূচনা মাত্র। খ্রিস্ট বিশ্বাসী সকলভক্তের জন্য মৃত্যু কেবল দ্বারস্বরূপ, ইহলোক থেকে অনন্ত জীবনে রূপান্তর মাত্র। খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে যারা ইহলোক ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু নেই; কারণ খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি; আমার কথা যারা মেনে চলে তারা কোনদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবেনা *(যোহন ৮:৫১)*।

২ নভেম্বর: মৃত লোকের আত্মার চিরশান্তি ও স্বর্গসুখ লাভের জন্য মৃত লোকের সমাধিতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মোমবাতি প্রজ্বালন চিরাচরিত নিয়ম। সমগ্র সমাধি স্থানে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীর্ঘক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকে মোমবাতি। প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণ দিবস হিসেবে মণ্ডলীতে প্রচলিত এই দিনটি। মৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে এদিনে আত্ম-জিজ্ঞাসা করে কিছু বিষয় উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

১) মৃত স্বজনদের কোন স্বপ্ন/পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয় ভাবছি কী?
২) তাদের কোন আদর্শিক দিক অনুসরণ বা অনুকরণের বিষয় এ মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে কী?
৩) তার/তাদের সেবা কাজ বা আত্মত্যাগের কথা মনে করে উৎসাহবোধ করছি কী?
৪) তাদের আত্মিক বিষয়ে অনুপ্রাণিত হতে আমি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি?
৫) উপদেশমূলক কোন বিষয়গুলো আজ বেশি করে মনে পড়ছে?
৬) তার/তাদের জীবদশায় যেসব গুণ ছিল কার মধ্যে ২/১টি আমার জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছি কী?
৭) দৈনন্দিন জীবনের কোন স্মৃতি আজ বেশি মনে পড়ছে?
৮) স্বজনদের কোন কথাগুলো বার বার স্মরণ হয়?
৯) পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুসুলভ মনোভাবের বিষয় স্মৃতিচারণ করতে ইচ্ছা জাগছে?
১০) আমার শুভাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনদের কোন দৃষ্টি হতে মূল্যায়ন করছি?
১১) তাদের কাছে আজ আমাদের/আমার কী প্রার্থনা?

উপসংহার: দূতের বন্দনা প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার নিকট এই প্রার্থনা আবৃত্তি করি:

প্রণাম মারীয়া প্রসাদ পূর্ণা প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারীকূলের মধ্যে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য। হে পূণ্যময়ী ঈশ্বর জননী, আমরা পাপী, এখন এবং আমাদের মৃত্যুকালে, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর-আমেন।

প্রভুর কাছে আমাদের প্রার্থনা: করুণাময় পিতা, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে তোমাকে যেন ভুলে না যাই। জীবনের সকল খেলা সাঙ্গ করে তোমারই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তুমি আমাদের চেতনা দাও, আমরা যেন এ মুহূর্ত থেকে আমাদেরকে নতুন সাজে সাজাতে শুরু করি ও জীবনের শেষ দিন তোমার আনন্দ রাজ্যের অধিকারী হতে পারি। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন॥

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

এমসিসিসিইউএল/০৪২/২০২২-২০২৩ ০৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

টারজেন যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারি
এমসিসিসিইউএল

রঞ্জন রবার্ট পেরেরা
চেয়ারম্যান
এমসিসিসিইউএল

বিঃ দ্রঃ সকাল ৮:০১ মিনিট থেকে ০৯:৩০ মিনিটের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/৩৩৪/২২

মৃতেরা একদিন অনন্ত জীবনের অংশীদার হবেন

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

জন্মিলে মরিতে হবে। এটা চিরন্তন সত্য ও বাস্তব। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, অসুখ-বিসুখ, যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি, অখ্যাতি-সুখ্যাতি, সফলতা-বিফলতা, আত্মগ্লানি, ঝগড়া-বিবাদ, সাংসারিক ঝামেলা, কলহ-দ্বন্দ্ব, শান্তি-অশান্তি, বিরোধ-বিবাদ, মারামারি, জীবনের জয়-পরাজয়, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় সমস্যাদি, অভাব-অনটন, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তবতা যা অস্বীকার করা যায়না। যা আছে, ঘটে আর ঘটবেই, তা অনস্বীকার্য। তবুও মানুষ বেঁচে থাকার প্রত্যাশায় প্রত্যাশী আর চিরদিন বেঁচে থাকার কামনা করে কিন্তু বিধির বিধান যা খণ্ডন করা যায়না। তেমনি প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত তা সত্য। এই মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মাটির দেহ হবে একদিন নিথর, নিষ্প্রাণ, ধূলিসাৎ মহাপ্রয়াণ। মৃত্যু হবে মানুষের শেষ পরিণাম। আমরা মৃত্যুতে যেমন বিশ্বাসী তেমনি মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন আছে তা চিরন্তন সুখের আবাস, শাশ্বত জীবন তা আবার নবরূপে রূপায়িত হবে পুনরুত্থানের মাধ্যমে। নভেম্বর মাস সকল মৃতভক্তের আত্মার চিরশান্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়। আর শুরু হয় ২ নভেম্বর সকল মৃত ব্যক্তির জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, সমাধিতে প্রদীপ প্রজ্বালন, মোমবাতি, আগরবাতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফুলের অর্ঘ্যডালা, মাল্যদান, রোজারিমালা, গান প্রার্থনা, ধূপের সুবাস, নীরবে মৌনতায় প্রার্থনাও করা হয়। আসলে কেন আমরা মৃত ব্যক্তির সমাধিতে যথাযোগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধার সাথে প্রার্থনা জানাই। সবই করি একমাত্র আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাসের গভীরতা আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা আত্মার আত্মশুদ্ধি পাপমোচনের নিমিত্তে। আত্মার মুক্তির নিমিত্তে পাপ শোধন, ঈশ্বরের ঐশকৃপা ও ক্ষমা পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং স্বর্গনিবাসী পিতার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আমরা প্রত্যেকে দীক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে আমাদের হৃদয় গভীরে চেতনা, বিশ্বাসের আলোকে জীবনযাপন করার চেষ্টা করি। আমি পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। যিশু নিজেই পুনরুত্থান করেছেন আর স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। পরিত্রাণের দ্বার তিনি খুলে দিলেন, যিশু নিজেই হলেন 'মুক্তির দ্বার'। যিশু বললেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন।" মৃতলোকের পর্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'হে মানব স্মরণ কর তুমি ধূলিমাত্র, ধূলিতে মিশে যাবে।' আসলে সারা বছর আমরা মৃতদের স্মরণ করিনা, মাত্র একদিন স্মরণ করলেই যথেষ্ট নয় বরং গোটা নভেম্বর এমনকি প্রত্যেকদিন মৃত ভাই-বোনদের স্মরণ করা উচিত, প্রার্থনা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, সমাধিতে গিয়ে প্রার্থনা করা উচিত। আমরা মৃত ভাই-বোনদের স্মরণ করলেও নিজেরাও পরকালের কথা চিন্তা করে এই পরজগতে পবিত্র জীবনযাপন করার চেষ্টা করি। আমরা শাশ্বত রাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকি, অনন্তকাল সুখ খুঁজি। পুনরুত্থানই আমাদের নব জীবনের দ্বার খুলে দিতে পারে। 'ভবপারের কাণ্ডারী গো আমারে পার কর।' সত্যিই ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে আমাদের প্রত্যেককে নিঃস্ব, রিক্ততা, শূন্য হাতে যেতে হবে। পৃথিবীর মায়ামোহ, পরিজন, আপনজন, টাকা-কড়ি, সম্পদ, জমি-জায়গা, সর্বস্ব ইহলোকে ত্যাগ করে যেতে হবে। আজ আমরা যাদের অশ্রুসিক্ত, হৃদয় বিদারক, ক্ষতময় জীবন মৃতের বিদায় জানাচ্ছি, আমাদেরকেও অন্যরা একইভাবে চির প্রয়াণের প্রস্তুতি নিবে। তাই বলি, পরজগতে সংসারের মায়ামোহ, অহংকার দাম্ভিকতা, আসক্তি তখন কোথায় যাবে? সত্যিই মায়ার মায়া মরীচিকা মাত্র। অর্থবিত্ত, প্রভাবশালী, ধন-ভাণ্ডার কে ভোগ করবে? পরকালযাত্রা ঈশ্বরের সাথে মিলনের মহাযাত্রা, সুখের সন্ধানে শাশ্বত আবাস খুঁজি মৃত্যুর পর। এই জীবন আবাস ক্ষণস্থায়ী, অনন্ত সুখ লাভ করার জন্য এই পৃথিবীতে থেকেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত রাখা, পবিত্র জীবনযাপন করা, প্রার্থনাশীল মানুষ হওয়া। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই ভক্তের জীবন বিনাশ হয়না বরং তা রূপান্তরিত হয় মাত্র আর পরকালে শাশ্বত রাজ্য প্রস্তুত হয় তাদের জন্য। বাস্তবিক, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মৃতলোকের পর্ব যেন সমাধিতে আনুষ্ঠানিকতায় সজ্জিত না থাকে তা যেন বিশ্বাসের মনোভাব, মৌনতা, নীরবতা, প্রার্থনা, একাগ্রতা, ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন তা হতে পারে উপাসনায়, প্রার্থনা সভায়, সমাধিতে। অনেকে আছে সমাধিতে পরিবেশ ঠিক রাখেনা উচ্চবাক্য ব্যবহার করে, নীরবতা, প্রার্থনার পরিবেশ বজায় রাখা সকল মৃত ভক্তজন, ভাই-বোন আমাদের কাছে প্রার্থনা চায়, আমরা যেন তাদের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাই যেন তারা স্বর্গসুখ লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। আমরা বিশ্বাসী মানুষ পুনরুত্থানের নব জীবনে বিশ্বাসী। যিশু পুনরুত্থান করে দেখিয়েছেন যে, সকল মৃত ভক্ত জনগণ একদিন যিশুর পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারে॥

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পুষ্প রাণী ক্রুশ

জন্ম : ০৯-০২-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪-১১-২০১০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দড়িপাড়া, ধর্মপল্লী : দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে,
চলে গেছ ফিরে চির শান্তির নীড়ে।
রেখে গেছ সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো যা
আজও আমাদের অন্তরে।"

প্রাণ প্রিয় মা,

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১২টি বছর, অথচ মনে হয় সেই দিনের কথা। তুমি আজো বেঁচে আছো আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে। প্রতিক্ষনেই আমরা তোমার শূণ্যতা অনুভব কর। তোমার স্মৃতি, তোমার আদর্শ, দীন দরিদ্র মানুষের প্রতি তোমার যে উদারতা, মমত্ববোধ আজও কেউ ভুলতে পারিনি, কোন দিন ভুলতে পারবোওনা।

সেই স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন পথে চলতে পারি। আজ তোমার ১২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

তোমারই পরিবারবর্গ

স্বামী : ক্লেমেন্ট পিউরীফিকেশন
বড় মেয়ে: সিস্টার সন্ধ্যা হেলেন পিউরীফিকেশন
ছেলে ও বৌমা : শ্যামল ও শিলা, সঞ্জিত ও এডভোকেট চন্দনা, সুবীর ও মুন্নী
মেয়ে ও জামাই : সুষমা ও ষ্টিফেন কোড়াইয়া
নাতি ও নাতনী : শুভ, স্টারলি, রিপন, রাসেল ও ডা: রীমা।

বিজ্ঞ/৩৩৪/২২

ক্ষণিকের স্বর্গবাস

মার্সেল বিমল গমেজ

আগে স্বর্গে যাবার জন্য ইউরোপ আমেরিকার মত Visiting Visa-র System ছিল। অতি নিকট আত্মীয় কেউ স্বর্গে থাকলে তারা Recomend করলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের Permission পাওয়া যেত। আর এ জন্য Apply হতো সাধু পিতরের নিকট কারণ স্বর্গের চাবি যিশু তাকেই দিয়েছিলেন।

স্ত্রী, মা-বাবা স্বর্গে আছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সাধু পিতরের নিকট Application পাঠালাম। তিনি দয়া পরবশ হয়ে মাত্র এক দিনের Visa Grant করলেন। যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম কে যেন আমার কানে কানে বলছে, "স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ, চলো ত্বরা করি।" কল্পনা নেত্রে আমি যেন স্বর্গপুরী দেখতে পাচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ে স্বর্গরথে আরোহণপূর্বক সেই অমরাবতীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। স্বর্গযান ফোঁস ফোঁস শব্দে ধূম্র উদ্গীরণ করে চলেছে যেন বাসর শয্যায় নিদ্রিত কোন লখীন্দরের মৃত্যু পরওয়ানা বহন করে। মনে হচ্ছে প্রতাপের চৈতিক, আলেকজান্ডারের বুকাফেলাস এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা ও আমার সাথে পাল্লা দিলে আজ নির্ঘাৎ মার খেয়ে যেতো। যথা সময়ে স্বর্গদ্বারে অবতরণ করলাম। দ্বারদেশে মহাদূত মিখায়েল দণ্ডায়মান। যথারীতি সম্ভাষণ-পূর্বক আমার পরিচয় এবং স্বর্গাগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে স্বর্গাভ্যন্তেরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। শ্রবণমাত্র আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বলে তিনি সাধু পিতরের নিকট আমার আগমন বার্তা এবং স্বর্গাগমনের হেতু জ্ঞাপন করলেন। সাধু পিতর তার রেজিষ্টার বুক চেক করে বললেন তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিন। বুঝতে পারলাম সাধু পিতরের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না এবং স্বর্গপুরীতে তিনি খুব ক্ষমতাধর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। হবে না কেন, যিশু তো স্বয়ং খ্রিস্ট জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।" তখন যিশু বলেছিলেন, যোনার পুত্র শিমন ধন্য তুমি! কারণ রক্ত মাংসের মানুষতো নয়, স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতাই তোমার কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো পিতর অর্থাৎ পাথর আর এই পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলবো। আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেবো; পৃথিবীতে তুমি যা কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে তুমি যা কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে।

অতপর, প্রবেশ মাত্রই সাধু পিতরকে প্রণাম করে আমাকে স্বর্গধামে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। তিনি আমাকে সম্মুখের আসনটি দেখিয়ে উপবেশন করতে বললেন। আমি অতি বিনয়ের সাথে বললাম, মাত্র তো একটা দিনের জন্য এসেছি, স্ত্রী ও মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। তারপর সময় পেলে ফাদার ইভান্স, বিশপ থিওটোনিয়াস ও মাদার তেরেজার সাথেও দেখা করার ইচ্ছা আছে। জানি না তারা এসে পৌঁছেছেন কিনা। সাধু পিতর বললেন, বল কি! যাদের কথা বললে তারা তো direct flight এ স্বর্গে land করেছেন, কোন transit ছাড়াই। তারা সকলেই ঈশ্বরের অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব- সাধুলোক।

তারপর সাধু পিতর বললেন, এখন আসল কথায় আসা যাক। তিনি বললেন, তোমাদের বিশেষ করে তোমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীদের কথা স্মরণ করে অনেক কষ্ট পাই। নদীমাতৃক এবং মাছের দেশের মানুষ হয়েও তোমরা তাজা মাছ খেতে পাচ্ছ না, খাও ফ্রোজেন মাছ তাতেও আবার ফর্মালিন দেয়া। শুনি ফলমূল, শাকসব্জি সব কিছুতেই নাকি ফরমালীন ব্যবহার করা হয়। তাজা মাছ না পাওয়ার আরও একটা কারণ হল, নদী-নালা, খাল-বিল পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, আর পুকুর পুষ্ককরণীও তোমরা ভরাট করে বাড়িঘর তৈরী করছ। মাছ থাকবে কোথায়? এখন তোমাদের সম্বল হল বরফ এবং চাষের মাছ। আগে তোমাদের পদ্মা নদীতে যে ইলিশ মাছ পাওয়া যেতো তা আর কোথাও ছিল না।

একবার আমি, আন্দ্রেয় ও যাকোব আমরা পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরতে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু দূরত্বের কারণে যাওয়া হয়নি। আমাদের জর্দান নদীতেও অনেক মাছ ছিল কিন্তু পদ্মার মত না, এমন সময় আমার মা সাধু পিতরের অফিসে এসে হাজির। "বললেন, তুই কখন আইছত শুনলাম, তর দেরি দেইখ্যা আইলাম যে আমাদের ঘর চিনতে অসুবিধা অইল কিনা? তর বাবায় ঠিক কতাই কইছে বিমলেরে সাধু পিতর নাগুর পাইছে সহজে ছাড়বো না। কি পিতর, মাছের গল্প অইতেছিল বুঝি? তোমার তো মাছের গল্প ছাড়া আর কুন গান নাই যে আহে তার লগেই মাছের গল্প জুইরা দেও। পুলাডারে তো মাত্র একদিনের ভিসা দিছ দুই একদিন আরও বাড়িয়া দিও।" সাধু পিতর বললেন, তা দেয়া যাবে। সাধু পিতর আরও বললেন, তিরিজা, মাছের গল্প যে করবো না আর কি করবো বল। আমি জেলে ছিলাম না? পুরানা পেশা কি সহজে ভোলা যায়।

আমার তখন সেই বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদটি মনে পড়ে গেল "ঢেঁকি স্বর্গেও বাড়া বানে।" মাকে বললাম, তুমি যাও আমি একটু পরেই আসতেছি। কথা প্রসঙ্গে সাধু পিতরকে বললাম, সাধু পিতর, অভয় বা অনুমতি দিলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তোমাকে। সাধু পিতর বললেন, নির্ভয়ে বল কোন ইতস্ততঃ না করে। বললাম আমি যিশুর অনেক ইংলিশ পিক্চার (সিনেমা) দেখেছি যেমন, Life of Jesus, Sign of the cross, King of Kings, The Passions of the Christ আরও অনেক। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি The Passion of the Christ দেখে। যিশু শত্রু হস্তে সমর্পিত হবার পর তুমি যখন তিনবার যিশুকে অস্বীকার করলে এই বলে যে, আমি তাকে চিনি না। অথচ যিশু তোমাকে আগাম বলে দিয়েছিলেন, হে খ্রিস্টভক্ত পিতর তুমিই আমাকে অস্বীকার করবে। পিতর তুমি তখন বলেছিলে, প্রভু আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তখন যিশু বলেছিলেন- "আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই বলছি তুমি যে আমারই একজন, মোরগ ডাকবার আগেই তুমি সে কথা তিন তিনবার অস্বীকার করবে। যুদাস সম্বন্ধেও বলেছিলেন "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই তোমাদের মধ্যেই একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে। শিষ্যরা তখন একে-একে প্রশ্ন করতে লাগলেন, "প্রভু সে আমি নয়তো? উত্তরে যিশু বললেন, "যে আমারই সঙ্গে একই বাটিতে হাত ডুবিয়ে খেয়েছে, সেই আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।" আমরা জানি আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে। কিন্তু যিশুর বাক্য কখনও লোপ পাবে না। আর পিতর, তোমার উপর ছিল যিশুর সবচেয়ে বেশি আস্থা সেজন্য তোমার হাতে স্বর্গের চাবি-কাঠি দিয়েছেন এবং তোমার উপরই তিনি তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। কত বড় বিশ্বাস ভরসা এবং ভালোবাসা তোমার প্রতি যিশুর। যিশু বলেছেন "যারা মানব পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে বা কাজ করে তারা সবাই তার ক্ষমা পেতে পারে।" এতে প্রমাণিত হয় তিনি কত উদার কত মহৎ। যিশু তোমাকে ক্ষমা করে তোমারই উপর গুরু দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যুদাস অপমৃত্যুর পথ বেছে না নিয়ে যদি অনুতপ্ত হয়ে যিশুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো তবে ক্ষমাশীল খ্রিস্ট তাকে অবশ্যই ক্ষমা করতেন। এসব ভেবে তোমাদের বিশেষ করে তোমার উপর সত্যিই রাগ হয়। উত্তরে সাধু পিতর বললেন, এ সব মনে হলে সত্যিই আমিও খুব বিচলিত ও লজ্জিত হই। তবে মনে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে, ইহাই হয়তো ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল। তিনি যে ক্ষমাশীল এবং তাঁর ঐ ক্ষমার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা ইহাই তার বহিঃপ্রকাশ। সাধু পিতর আরও বলেন, জীবিতকালে আমি তাঁর অনেক উপদেশ বাণী শুনেছি, কিন্তু ক্রুশ মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি তার নির্যাতনকারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করিতেছে তা তারা জানে না।" নিজ হন্তারকেদের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট আকুল আকুতি। ইহা নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার বাণী। এ বাণীর মাধ্যমেই যিশু আমাদের পরস্পরকে এমন কি শত্রুকেও ক্ষমা করার শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ মহৎ শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমরা কাউকে ক্ষমা না করে বরং ক্ষমা পেতে চাই। অতপর সাধু পিতরের নিকট বিদায় নিয়ে যেই অগ্রসর হইয়েছি সম্মুখে দেখি ফাদার ইভান্স তার পবিত্র বাহুযুগল উত্তোলন করে আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। অচিরেই তার পবিত্র বাহুদ্বয় আমাকে আষ্টে-

পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। আমি তখন এক স্বর্গীয় নির্মল আনন্দ অনুভব করলাম। মর্ত্যস্কুলে তিনি আমার ধর্ম শিক্ষক ছিলেন এবং গোল্লা মাণ্ডলিক কাজে নিয়োজিত থাকার সময় আমি নানা ভাবে তাকে সহযোগিতা করে থাকতাম।

বহুদিন পর দেখা-যথারীতি প্রণাম করে পরস্পর কুশলাদি বিনিময় করলাম। আঁধারে সেই মধুমাখা হাসি দিয়েই গোল্লা-বক্সনগরের খ্রিস্টভক্তদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন এমন কি কয়েকজনের নাম ধরে ধরেও তাদের খোঁজ খবর নিলেন। আরও বললেন, আমি তোমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের সব জনগণ ও নেতা-নেতৃদের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করে থাকি যাতে তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো। তিনি আরও বললেন তোমরা আমার একটি চমৎকার সমাধি সৌধ নির্মাণ করে তাতে একটি বেয়নেট সংযোজন করেছ যা দিয়ে পাক সেনারা আমার মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল। যেমনটি করেছিল কালভারীতে যিশুকে তার হত্যাকারীরা। আমি যিশুর মত আমার হত্যাকারীদের সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছি। কারণ যিশু বলেছিলেন "আমার জন্য যে নিজের জীবন হারাবে, শেষে সে কিন্তু জীবন পেয়েই যাবে।"

তিনি আরও বললেন, বিমল, আমি খুব খুশী হলাম জেনে যে, তোমরা ১৩ নভেম্বর আমার মৃত্যু দিবসে গোল্লা মিশনবাসী প্রভাতে আমার সমাধিতে ফুল দিয়ে ও মোমবাতি জ্বেলে আমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর ও বিকেলে যাজক সেখানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আমার স্মরণার্থে। আর সেই সঙ্গে যোগদান করে তোমরা আমার আত্মার কল্যাণ কামনা কর। নবাবগঞ্জবাসী আমার স্মরণার্থে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু নদী-ভাঙ্গনে তা এখন বিলীন হওয়ার পথে। আমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তোমরা গোল্লার রাস্তার নাম রেখেছ "শহীদ ফাদার ইভান্স সড়ক" সত্যিই আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তোমার লিখিত "শিকড়ের সন্ধ্যানে" পুস্তকে দেখলাম আমার মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এলাকার হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানসহ ৫০০০ লোক অংশগ্রহণ করেন এবং এতে পৌরহিত্য করেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি বলে উঠলেন, আমাকে নিয়ে কি কথা হচ্ছে? আমি যিশু প্রণাম বিশপ বলে যথারীতি আর অঙ্গুরীয় চুম্বন করলাম। তিনিও আমাকে আশীর্বাদ করে আঠারগ্রামসহ সমস্ত বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। কার্ডিনাল প্যাট্রিকসহ অন্যান্য বিশপ ও ফাদারদের খোঁজ খবর এবং তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন বিশেষ করে ফাদার বুলবুলকে। বললেন, প্রতিবেশী এখন খুব উন্নতমানের, এখানেও খুব গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে। বুঝলাম স্বর্গেও প্রতিবেশীর গ্রাহক আছেন। হেসে হেসে তিনি জানতে চাইলেন, তোমরা নাকি আমাকে সাধু শ্রেণিভুক্ত করার জন্য খুব চেষ্টা করতেছো আমি জানি না ঐ পবিত্র শ্রেণিভুক্ত হওয়ার আমি যোগ্য কিনা? তারপর মাদার তেরেজার সাথেও দেখা হয়ে গেল। তিনি কিছু নীতি কথা শুনালেন যেমন: জীবন একটা দায়িত্ব এটা পরিপূর্ণ কর, জীবন একটা দুঃখ এটাকে অতিক্রম কর, জীবন একটা সংগ্রাম এটাকে গ্রহণ কর। জীবন খুবই মূল্যবান, এটাকে নষ্ট করো না। জীবন একটা ভাগ্য, এটাকে গড়ে তোল ইত্যাদি, ইত্যাদি তিনি আরও বললেন, আমরা সবাই হয়তো বিরাট কিছু করতে পারি না, কিন্তু সব কিছুই গভীর ভালোবাসা দিয়ে করতে পারি। তিনি তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, তোমরা সর্বদাই দরিদ্র এবং অসুস্থদের পাশে দাঁড়াবে। তাদের সেবা-যত্ন এবং আহারাদি প্রদান করবে। মনে রাখবে, তুমি যা করবে যিশু তার শতগুণ তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। এই বলে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন।

সম্মুখে কুমারী মারীয়াকে দেখেই মনে মনে বলিলাম আইস, হে আমার আত্মা তোমার মাথা পদতলে প্রণত হও এবং যে পর্যন্ত তিনি তোমাকে আশীর্বাদ না করেন সে পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিও না। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম যেন কুমারী মারীয়া আমাকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, তোমরা রোজ মালা প্রার্থনা করতে ভুলবে না। যারা রোজ আমার নিকট মালাপ্রার্থনা করে তারা কখনো নরকের অগ্নি দেখবে না। তিনি আরও বললেন, আমি তো ত্রাণকর্তার মাতা, রোগীদের স্বাস্থ্য, পাপীদের আশ্রয়, দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী, খ্রিস্টানদের সহায় আমার নিকট এসো আমি আমার স্মরণাপন্নদের কখনও রিক্তহস্তে বিদায় দেই না। তিনি বললেন Lord, I will remain at the gates of paradise, I will go in when I have seen all of my children have enter into the heaven." আমি মনে মনে বলিলাম, মাতঃ তুমি যেমন আমাদের স্নেহ কর তেমনি আমিও তোমায় ভালোবাসি। এমন সময় দেখি যিশু উদ্যানের এক কোনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। জীবন্ত যিশুকে দেখে যারপর নাই আনন্দিত ও উল্লসিত হলাম। তাঁর পদযুগল স্পর্শপূর্বক তাঁর স্বর্গীয় আশীর্বাদ কামনা করিলাম। মনে মনে বলিয়া উঠিলাম এ শুভদিনের স্মৃতি কখনও ভুলিবো না। যিশু বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক এবং যা কিছু পতন ঘটায় তা থেকে দূরেই থেকো। যিশুর আপাদ মস্তক নিরিক্ষণ করে দেখলাম মস্তকে কাঁটার মুকুটের, হাতে পায়ে পেরেকের এবং বক্ষে সেই নিদারুণ বর্ষার আঘাতের ক্ষত হতে এখনও রক্ত ঝরছে। এতক্ষণে তাঁর বিষণ্নতার কারণ হৃদয়ক্ষম করে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রভু, আপনার ক্রুশমৃত্যুর দুই হাজার বৎসর পরও আপনার ক্ষতগুলো হতে অবিকল পূর্বের মতই রক্ত ঝরছে একটুও শুকায়নি। উত্তরে যিশু বললেন, সাধু পৌলের সেই উক্তিটি তোমার মনে মনে নেই: হে খ্রিস্টান যতবার তুমি মারাত্মক পাপ কর, তুমি ততবার যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ ও পদদলিত কর। আমি মানবজাতির পাপ মুক্তির জন্য ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি তারা যেন আর পাপের পথে গমন না করে। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমার ক্রুশমৃত্যু তাদের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। তোমাদের গর্ভধারিণী মাও কখনও কখনও তোমাদের ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের ভুলবো না কারণ আমি আমার রক্ত দিয়ে আমার হাতে তোমাদের নাম লিখে রেখেছি।" তোমাদের আধ্যাত্মিক জীবন যাতে আরও পবিত্র ও শক্তিশালী হয় সেজন্য আমি সাতটি সাক্রামেন্ত স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তোমরা পাপস্বীকার, রবিবার দিন খ্রিস্টযাগে যোগদানসহ খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ, নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রায় ভুলতে বসছে। শেষ ভোজে বসে রুটি ও দ্রাক্ষারস হাতে নিয়ে আমি বলেছিলাম, "ইহা আমার দেহ ও রক্ত, যারা ইহা খাদ্য ও পানীয় রূপে গ্রহণ করবে তারা মারা গেলেও জীবিত থাকবে।" আগে অখ্রিস্টানদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা শুনা যেতো। এখন দেখতে পাচ্ছি তোমরা অর্থাৎ খ্রিস্টানদের মাঝে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হতে সরে এসেছে। আদিতে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছিলেন, আর তিনি বলেছিলেন, মানুষ তার পিতা-মাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জনে এক দেহ হয়ে উঠবে। কাজেই তারা আর দু'জন নয়, তারা এক দেহ। তাই বলছি স্বয়ং ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনও বিচ্ছিন্ন না করে।

গির্জায় বিবাহের সময় আমার উপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করেছিলে "আজ থেকে সুখে দুঃখে, ধনে-দারিদ্রে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আজীবন আমি তোমাকে রক্ষা করিব। আজ সে শপথ ভুলে গিয়ে Divorce বা বিচ্ছেদের পথ তোমরা বেছে নিয়েছ। এই বিচ্ছেদের কারণ হল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার অভাব। শেষে যিশু বললেন, "তোমাদের শান্তি হউক"। আমি নত মস্তকে মনে মনে বললাম, প্রতিক্ষিত দর্শন পেলাম পিতা-মাতার। ভক্তিপূর্ণ প্রণামপূর্বক তাদের স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করলাম। তারপর তারা দু'জনেই তাদের প্রিয় পুত্র-কন্যা, নাতী-নাতনী ও পুতী-পুতনীদের কুশলাদিসহ মর্তের অনেক খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। এমন সময় দেখি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী দ্বারদেশে অবস্থান করছে এবং বলছে "রহিনু তোমারী প্রতিক্ষায়"। তার মুখমণ্ডল দেখে বুঝতে পারলাম অপার স্বর্গসুখও তার বিরহ- বেদনাকে দূরীভূত করতে পারেনি। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা আর ভালবাসার অনেক কথাই হল। তার অতি আদরের পুত্র-কন্যা আর নাতী-নাতনীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলো।

অবশেষে, বিদায়ের পালা। কহিলাম, দেহ আজ্ঞা মর্ত্যলোকে আজি করিব গমন, স্বর্গবাস সমাপ্ত আমার। কহিল সে, রহো, রহো, হেথা, যেও নাকো, যেয়ো নাকো মর্ত্যলোকে আবার হেথা মোরা দু'জন মিলি অভিনব স্বর্গধাম পুনঃ করিব সৃজন। আমি মনে মনে উপলব্ধি করলাম মহাভারতের সেই অমর উক্তিটি "ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে।" এমন সময় প্রিয় পৌত্র-দাদু ওঠ গির্জায় যাবে না? মনে মনে বলিয়া উঠিলাম কেন কেন কেন গো আমার সোনার স্বপন ভাঙ্গিয়া দিলে॥

মৃত্যু অনন্ত জীবনের সিংহদ্বার

লাকী ক্লারা সরেন

মৃত্যু আসে পায়ে পায়ে
মৃত্যু আসে নিভৃতে গোপনে
মৃত্যু আসে অলক্ষিতে
মৃত্যু আসে হিমেল প্রশ্বাসে

মানব জীবনের একটি নিশ্চিত বাস্তবতা হচ্ছে মৃত্যু। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথায় কবে, মৃত্যু সম্পর্কে এটাই বাস্তব। মৃত্যুই শেষ কথা নয় মৃত্যুর পর আমরা লাভ করি অনন্ত জীবন আর মৃত্যু ছাড়া কোনো ভাবেই অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারবো না। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করি। অনন্ত জীবন ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই। মৃত্যুর কোনো নির্দিষ্ট সময়, বয়স, স্থান উপলক্ষ্য নেই। যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সময়ে মৃত্যু হতে পারে। জীবনের পরিপক্কতা আর মৃত্যু দুটোর মাপকাঠি ঈশ্বরের হাতে। মানব জীবন যতই বড় হোক একদিন তা শেষ হবেই এবং তার জন্য খুলে যাবে অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার। মৃত্যু সম্পর্কে সাধু পল বলেছেন, আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচেও থাকি না বা নিজের জন্য মরেও যাই না বাঁচি বা মরি প্রভুরই *(রোমীয় ১৪:৭-৮)*। আমাদের সবকিছু ঈশ্বরের এবং পরস্পরের জন্য। মৃত্যুর মাধুরীতে জীবনের গ্লানি মুছে জগৎ পিতার কোলে আশ্রয় পাওয়াই তো জীবনের পরম সাফল্য আনন্দ। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' এ চাওয়া শুধু কবিগুরুর একার নয় বরং সকল মানবকুলের। মৃত্যু আমাদের জীবনের যেকোন সময় হানা দিতে পারে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। নভেম্বর মাস মণ্ডলী আমাদের বিশেষ সুযোগ দান করে মৃত্যুকে নিয়ে ধ্যান করতে এবং মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। এই মাসে আমরা আমাদের পরলোকগত সকল প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করি এবং তাদের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি॥

রহস্যময় মানব জীবন

নিশির রোজারিও

মানব জীবন ঈশ্বরের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-কর্ম। এটি অনেক রহস্যের সমারোহে ভরপুর। মানব জীবন বা দেহ এমন একটি জায়গা যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক উপাদানে সমৃদ্ধশালী এবং এটি অন্যান্য প্রাণী থেকে অনেক আলাদা ও পরিকল্পিতভাবে গঠিত। যখন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন থেকে তার দেহ পূর্ণ গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে আরো বৃদ্ধি সাধিত হয়। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো মানব দেহ গঠনের জন্য একটি শিশু সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত শুধু খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। এছাড়া, মানব জীবনের বৈচিত্র হলো যে, শিশু অবস্থা থেকে দশ বছর পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় সে দুইটি করে নতুন শব্দ শিখে এবং অন্যান্য সময় বড় হয়ে সে তার নিজের জীবনকে অতিরিক্ত মাত্রায় আড়াই বছর ফোনে ব্যস্ত রাখে। মানব জীবনের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয় যে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিবর্তনও খুব ঘন হয়। যেমন: হাতের আঙ্গুলের নখ ২৮০ মিটার লম্বা, মাথার চুল ১৫০ মিটার লম্বা এবং নাকের ভিতরের লোমগুলো ২ মিটার লম্বা হয়ে যায়।

মানব দেহে প্রতিদিন ২০০ বিলিয়ন কোষ তৈরী হয়। এই জীবনে একজন ব্যক্তি ২০০০ জনের নাম মনে রাখতে পারে এবং তার জীবনে ১৫০ জনের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মানব জীবন এমনই রহস্যে আচ্ছাদিত যে, প্রতিনিয়ত দেহের চামড়ায় পরিবর্তন হয়; যার পরিমান হবে ১৯ কেজি। প্রতিটি মানব জীবনে দুইবার প্রেম আসে। শুধু তাই নয়, মানব দেহে চোখের পাতা ৪০০ মিলিয়ন বার পড়ে।

মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অঙ্গ হলো মাথা এবং মাথার পিছনের অংশ হলো ব্রেন। কেননা এই ব্রেন মানব দেহের কোষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিনিয়ত কোষগুলো মরে যায় আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মানব জীবনের গঠন সত্যিই রহস্যময়। অনেক কোষ, রাসায়নিক উপাদান এবং নানা ধরণের কার্যকলাপে এই জীবন সুগঠিত। যা আমাদেরকে অবাক করে দেয় এবং নিজেদের জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে সহজ করে। বিশেষ করে আমরা কিভাবে মানুষ ও আমাদের কি কি প্রত্যাহ কাজ?

এলিজাবেথ কস্তা আর নেই

এলিজাবেথ কস্তা
জন্ম: ২২ মার্চ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
বনপাড়া ধর্মপল্লী

জগত সংসারের মায়া ছেড়ে আমাদের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন মা/ঠাকুর মা, দিদি মা, এলিজাবেথ কস্তা গত ২৩ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর ৭ মাস। জীবিত কালে তিনি সব সময় ঐশ করুণা প্রার্থনা, রোজারি মালা, স্বর্গের রাণী গান করতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত আমাদের গান করতে বলতেন। ঈশ্বর তার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

তিনি ছিলেন সৎ নিষ্ঠাবান ও প্রার্থনাশীল ধার্মিকা নারী এবং একজন আদর্শ মা। তিনি ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ। পিতার (পিতর) মত, মায়েরও ছিল মা মারীয়ার প্রতি গভীর ভক্তি ও অনুরাগ। তিনি সৎ সুন্দর পবিত্র জীবনাদর্শ ও নিশি জাগরণ প্রার্থনা বিশ্বস্ত ভাবে করতেন যা মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তাকে বনপাড়া ধর্মপল্লীর কবর স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মার্ডী এবং উপদেশ বাণী সহভাগিতা করেন চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রার্থনা পরিচালনা করেন নিজ পুত্র ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া উক্ত অন্তেষ্ট্রিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার পিউস নিকু গমেজ। এছাড়াও আরো ১০/১২ জন পুরোহিত ও ১০/১২ জন সিস্টার বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে উপস্থিত ছিলেন এবং খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তার মৃত্যুতে যারা সমবেদনা জানিয়েছেন ও সান্তনা জানিয়েছেন এবং শেষ কৃত্যানুষ্ঠান সুন্দর স্বার্থক ভাবে সম্পন্ন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রার্থনা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল শোকাহত পরিবারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে

ছেলে: জন, অর্জুন, ফাদার মাইকেল, সিলভেষ্টার (সিলু) ও বিনয় কোড়াইয়া
মেয়ে: আন্তনিয়া, প্রীতি, সিস্টার শেফালী ও লাউড়া (ফুলু) কোড়াইয়া
ছেলে বউ: মায়া, মমতা ও রিংকু
নাতী: দিপক, পিয়াল, শুভ্র ও নিলয়
নাতনী: দিপালী, অঞ্জনা, রঞ্জনা, তাপসী, ঈশিতা, সুমা, অমি ও রিদিশা কোড়াইয়া
পুতী ও ধুতী: দিব্য, আরিয়েল, ইথান, পিথুল, রূপান্তর, পূর্ণি, দুর্জয়, প্রকৃতি, প্রযুক্তি, দিয়ানা কস্তা, অপি, অরি রোজারিও, অরিত্রী গমেজ, অনিশা গমেজ।

বিজ্ঞ/৩৩/২২

আমাদের প্রিয়জন সঙ্গীত শিল্পী ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (ছিমা)

ফাদার আবেল বি রোজারিও

৭ নভেম্বর শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ ছিমার সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী। বড়গোল্লা ছিমার বাড়ীতে তার জন্ম হয়। এ জন্য তাকে ফাদার ছিমাও বলা হয়। ৬ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় সন্তান। গোল্লা প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ফ্রান্সিস বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করেন এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। আমিও (ফাদার আবেল) তখন একই সেমিনারীতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছিলাম। ফ্রান্সিস আমার মাসীর ছেলে। তাই আমরা মাস্তুত ভাই। আমি ফ্রান্সিসের চেয়ে ২.৫ বছরের বড়; অথচ আমরা একই ক্লাশে পড়েছি। কিন্তু কেন? ফ্রান্সিস ছিল খুবই মেধাবী ছাত্র আর আমি ছিলাম লেখাপড়ায় দুর্বল।

ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ (ছিমা)

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমাদের ৩ জনকে (ফ্রান্সিস, থিওডোর ও আমি) করাচী খ্রিস্টরাজার সেমিনারীতে পাঠানো হলো ৬ বছরের জন্য। ১ম ২ বছর দর্শনশাস্ত্র এবং ২য় ৪ বছর ঐশশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর আমরা আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী কর্তৃক যাজকপদে অভিষিক্ত হলাম। আমাদের প্রথম কার্যক্ষেত্র ৩টা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ফাদার থিওডোর মুগাইপার ধর্মপল্লীতে, আমি বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে এবং ফাদার ফ্রান্সিস বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীতে সহকারী পারিচালকরূপে। দেশ স্বাধীন হবার পর ফাদার ফ্রান্সিসকে পাঠানো হলো সুদূর রোমনগরে খ্রিস্টীয় উপাসনা (litergg) শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে। লাইসেনসিয়েট (Licentiate) লাভ করে তিনি ২ বছর পর স্বদেশে ফিরে আসেন।

তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিবেশী প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন বেশ কয়েক বছর। তিনি অনেক বছর বনানী উচ্চ সেমিনারীতে শিক্ষকতা করেন। সেমিনারীর পরিচালকও ছিলেন ৩ বছর। তার অন্যতম বিশেষ দায়িত্ব ছিল তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে Master of Ceremony (MC) এর কাজে খুব নিখুঁতভাবে, সুন্দরভাবে করেছেন। এই ব্যাপারে তার খুব সুনাম ছিল। যে ফাদারগণ দেখেছেন, তারা বলতে পারবেন তিনি কত মার্জিতভাবে, ধীরস্থির ভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। মণ্ডলীতে তার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ধর্মীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। বনানী উচ্চ সেমিনারীতে শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি ধর্মীয় গানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন, গান, হারমোনিয়াম, তবলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তিনি গান রচনা করতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন, সুর দিতে পারতেন। তিনি অনেকগুলো গান রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন। অনেকগুলো গান তিনি রচনা করেছেন, অন্য শিল্পীগণ সুর দিয়েছেন, অনেকগুলো অন্যরা রচনা করেছেন ফাদার ফ্রান্সিস সুর করেছেন। এইভাবে তার মোট ৮৬ গান গীতাবলীতে স্থান পেয়েছে। এত অধিক সংখ্যক গান গীতাবলীতে আর কারো আছে বলে আমার মনে হয়না। অনেক যুবক-যুবতী ভাই-বোনেরা তার কাছ থেকে হারমোনিয়াম, তবলা ও গান শিখে উপকৃত হয়েছে। আমি এখানে ফাদার ফ্রান্সিস ছিমার কয়েকটা উৎকৃষ্ট ও মর্মস্পর্শী গান উল্লেখ করতে চাই-

অভিষিক্ত তুমি চিরকালীন যাজক (১১৮৯)

আত্মা তুমি নেমে এসো (৫৫২)

এসো, এসো, আত্মা তুমি এসো (৫৫৫)

প্রভাসিত বিমোহিত---এ যে জয়ন্তী (১২৭৩)

সংসারের মায়া ছেড়ে (১১৫৫)

মরণ সে তো শেষ নয় (১১৫৬)

ইউজিন, সাধু ইউজিন (৪৬২);

ইউফ্রেজি বার্বিয়ে (৪৬৬)

প্রার্থনা করি হে (ভজন); ভজরে প্রভুর নাম (ভজন)

ধর্মীয় উপাসনায় দেশীয়করনের ক্ষেত্রেও তার অবদান অনেক। এই বিষয়ের উপর তিনি একটা পুস্তক লিখেছেন। এখন আমরা যে পদ্ধতিতে ধূপারতি করি, এটাও ফাদার ফ্রান্সিস আরম্ভ করেন। মণ্ডলীতে তার অবদান চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

ফাদার ফ্রান্সিসের চরিত্রের আর একটা দিক তিনি রাগ করতেন না। অন্তত আমি কখনো তাকে রাগ করতে দেখিনি। তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না; অত্যন্ত সহজ সরলভাবে মেলামেশা করতেন। গরীবদের প্রতি তার দয়া, মায়া, মমতা খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। সাধ্যানুসারে তিনি গরীবদের সাহায্য করতেন। অনেকে তাকে Dadi, Bappy বলে ডাকতো। দুঃখজনক হলেও সত্য যে তিনি জীবনের শেষের দিকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন এবং এই কষ্ট নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ঈশ্বর তার এই সন্তানকে চিরশান্তি দান করুন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

বাবা ভালোবাসেন: বাবাকে ভালোবাসি

রনেশ রবার্ট জেত্রা

স্রষ্টার সৃষ্ট এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে মানবজীবনে 'বাবা' শব্দটি পরিচিত একটি আবেগময় শব্দ। 'বাবা' শব্দটির মধ্যে মিশে আছে ভালোবাসা নামক শক্তি। প্রত্যেক বাবাই তার নিজ সন্তানদেরকে ভালোবাসেন এবং আমরা যারা সন্তান রয়েছি আমরাও নিজের বাবাকে ভালোবাসি তা একটি চিরন্তন সত্য। যদিও আমরা নিজেদের বাবাকে সবসময়ই ভালোবাসি, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। বাবা মানে ভালোবাসা। কারণ সন্তানকে ভালোবাসার মধ্যেই বাবার জীবনের পূর্ণতা। তিনি প্রতিনিয়তই সন্তান এবং পরিবারের অনান্য সদস্যদের নীরবেই ভালোবেসে যান। আমরা যখন তাঁর ভালোবাসা সচেতনভাবে উপলব্ধি করি, তখনই মাত্র তা বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠি। তাঁর প্রতিটি কাজেই রয়েছে ভালোবাসা। তিনি যে নিজ সন্তানকে এবং পরিবারকে ভালোবাসেন তা আমরা তাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্মে লক্ষ্য করতে পারি। যেমন সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রথম প্রকাশ হল তিনি সন্তানের জীবনকে এই জগতে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ একজন বাবা তাঁর সন্তানকে স্রষ্টার সৃষ্ট এই বৈচিত্রময় জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে সহায়তা করেছেন। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তাঁর স্ত্রীর সেবা-যত্ন নেওয়ার মধ্যদিয়ে তার সন্তানের বৃদ্ধি লাভে যাবতীয় সেবা-যত্ন, লালন-পালন সবকিছুতেই সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে থাকেন ততোদিন পরিবার এবং সন্তানদেরকে এভাবে নিরবেই ভালোবেসে যান। প্রাত্যহিক জীবনে সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা চলমান থাকে। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে তিনি ভালোবাসা প্রকাশে কোনো কার্পণ্য করেন না।

সন্তানকে ভালোবাসেন বলেই তিনি একজন স্বার্থত্যাগী এবং পরিশ্রমী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ একজন বাবা তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় এবং যত্নদানে সন্তানদেরকে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পরিচালিত করে থাকেন। সন্তানকে লালন-পালন করে তার ভবিষ্যৎ জীবন গঠন দানে একজন বাবা নিজের জীবনের সকল আরাম-অয়েশ, ভালোলাগা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। আর তা তিনি করে থাকেন শুধুমাত্র নিজ পরিবার এবং সন্তানদেরকে ভালোবাসেন বলে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যখন সচেতনভাবে লক্ষ্য করি, তখন এমন স্বার্থত্যাগী অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উদাহরণ অনেক বাবার জীবনে দেখতে পাই। একটু সচেতনভাবে নিজেদের বাবার জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, আমাদের বাবারা সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে এবং সন্তানদের মঙ্গলার্থে কি পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করে থাকেন। এমনও দেখা যায় যে, সন্তানের চাহিদা পূরণে অনেক বাবাই আছে যারা নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

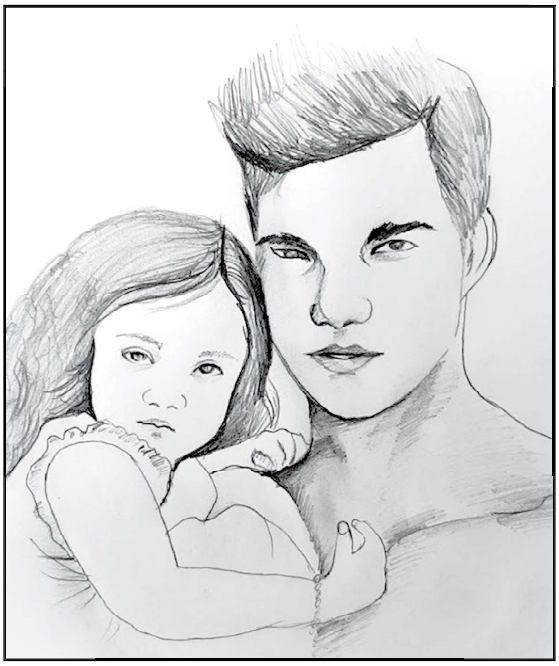

একমাত্র তারাই তার (বাবা) ভালোবাসা বুঝতে পারে, যারা প্রাত্যহিক জীবনে তার ভালোবাসা সচেতনভাবে উপলব্ধি করে। তারাই নিজের বাবাকে ভালোবাসেন তার সেবা-যত্ন করার মধ্যদিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বাবার পাশে থাকেন। আমি এমন একজন বাবার কথা জানি যিনি সন্তানকে বিদেশে পড়াশুনার জন্য পাঠিয়ে দিতে গিয়ে নিজের একটি কিডনী বিক্রয় করেছেন। কাহিনীটি হলো এই ভাবে- ছেলেটির নাম অর্পণ (ছদ্মনাম)। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবাই তার সবকিছু। তার বাবা একজন দিনমজুর। অনেক কষ্ট করে গ্রামে দিনমজুরী করে ছেলের পড়াশুনা চালাতেন। একদিন অর্পণ তার স্বপ্নের কথা বাবাকে জানালো। বাবা প্রথমত কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে নিলেন। ছেলের কথা শোনে কী করবেন এবং কী বলবেন চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কিন্তু ছেলেকে দুঃখ দিতে চাইলেন না। বরং কষ্ট হলেও ছেলেকে উৎসাহিত করলেন। তাই অর্পণও বাবার উপর আস্থা রেখে পড়াশুনা চালিয়ে নিল। এভাবে এক বছর কেটে গেল। একদিন অর্পণের বাবা ঢাকায় একটি হাসপাতালে এসে একজন চিকিৎসককে অনেকবার অনুরোধ করে তিনি একটি কিডনী বিক্রি করে দিলেন এবং প্রাপ্ত টাকাগুলে নিয়ে এসে ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। এদিকে অর্পণ খুব খুশি হয়ে বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বিদেশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। সেখানে সে পড়াশুনা করে সেখানেই চাকরী করতে লাগল। চাকরী করে প্রাপ্ত বেতন থেকে প্রথম অবস্থায় বাবাকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। পরে বাবার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখেনি। অর্পণ একসময় সেখানকার একজন মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই নাগরিকত্ব লাভ করেছে। অর্পণ আজও বাবার কাছে ফিরে আসেনি। অর্পণের বাবা নিজের ছোট বোনের বাড়িতেই আজো অবধি রয়েছে। সেখানেই সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কাজ করে জীবন নির্বাহ করছেন। নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় সিক্ত এই বাবা আজও গ্রামের অনেক মানুষকে বলে বেড়ায় এবং বলে "আমার ছেলে হয়তো একদিন দেশে ফিরে আসবে। তখন হয়তো আমি থাকবো না।"

এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আদর্শের পিতা আমাদের দেশে বা সমাজে কিংবা বিশ্বজুড়ে রয়েছে। এমন ব্যক্তিত্বের একজন বাবা আমাদের মধ্যেও রয়েছে। তারা আর কেউ নয় তারা হলেন আমাদের নিজেদের বাবা। আমরা একটু সচেতন ভাবে নিজেদের বাবার জীবনকে উপলব্ধি করতে পারলে হয়তো বুঝতে সক্ষম হবো। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের মঙ্গলার্থে আমাদের প্রত্যেকের বাবাই নীরবে-নিভৃতে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আমাদের ভালোবেসে যান। আমরা যারা সন্তান রয়েছি হয়তো আমরা অনেকেই নিজেদের ব্যস্ততা বা উদাসীনতার জন্য বুঝতে পারি না কিংবা বুঝতেও চেষ্টা করি না।

করোনা মহামারির সময়ে আমরা হয়তো এমন আরো কয়েকজন বাবার কথাও শুনেছি, যারা সন্তানদের এবং পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজের রক্ত বিক্রি করেছেন। আমরা যারা সন্তান রয়েছি হয়তো অনেক সময় তা জানার চেষ্টাও করি না। আবার নিজেরা উদাসীনতার ফলে বাবাদের ভালোবাসার মূল্যায়ন করি না। যাহোক এমন স্বার্থত্যাগী বাবা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে, যারা সন্তানকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করতেও প্রস্তুত থাকেন। বিনিময়ে তারা সন্তানের কাছে কোনো কিছুই প্রত্যাশা করেন না। যদিও তারা সন্তানের কাছে ভালোবাসার বিনিময়ে কোনো কিছু প্রত্যাশা

করেন না তথাপি সন্তান হিসেবে বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হলো নিজেদের বাবাকে ভালোবাসা। বাবাকে ভালোবাসার অর্থই হল তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। যখন তিনি বয়সের ভারে ক্লান্ত তখন তার যত্ন নেওয়া, তার পাশে থেকে তার মনের ইচ্ছা বা ভালো-লাগার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং তিনি যখন পরজগতে পাড়ি জমান তাকে আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় স্মরণ করা ইত্যাদি। ভালো কাজগুলো করার মধ্যদিয়ে আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

বাবার প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি চিন্তা করতে গিয়ে এমন একজনের কথা মনে পড়ে গেল। যার জীবন সহভাগিতা করলে হয়তো আমাদের অনেকের কাছে অনুকরণীয় হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। যে ব্যক্তির কথা সহভাগিতা করছি তার বয়স ৪০ কিংবা ৪৫ বছর হবে। পরিবারে সদস্য বলতে গেলে বর্তমানে তিনি এবং তার বৃদ্ধ বাবা। তার স্ত্রী ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুরকে সেবা করতে পারবে না বলে স্বামীকে রেখে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন। সে যাই হোক। লোকটি তার বৃদ্ধ বাবার সেবা-যত্ন নিজেই করে আসছেন। বৃদ্ধ বাবার সেবা করতে গিয়ে তার কষ্ট হলেও তার কোনো অভিযোগ নেই। তাইতো তিনি বৃদ্ধ বাবাকে রান্না করে খাইয়ে দেন, অসুস্থতার সময় ডাক্তারের কাছে নিজের সাইকেলে করে নিয়ে যান। বৃদ্ধ বাবা সুস্থ থাকলে কাজে নেমে পড়েন এবং কিছু রোজগার করেন। বৃদ্ধ বাবা যখন সুস্থ থাকেন তখন কিছু কিছু স্থানে বেড়াতে নিয়ে যান। বৃদ্ধ বাবা যা কিছু খেতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তা-ই তিনি সামর্থ্য অনুসারে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ বয়সে একজন ব্যক্তির আচরণ বা কথাবার্তা অনেকটা শিশুর মতো হয়ে যায় তা আমরা অনেকেই কম-বেশি জানি। তেমনি লোকটির বাবার আচরণ এবং কথাবার্তাও একই রকম। বৃদ্ধ বাবাটি ছেলের সেবা-যত্ন পেয়েও অনেক সময় অভিযোগ করে আবোল-তাবোল কথা বলে বকাবকি করে থাকেন। কিন্তু লোকটির এতে কোনো অভিযোগ বা বিরক্তির কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে শুনেনি। বরং প্রশ্ন করলে লোকটির মুখে শুধু এই কথাগুলোই শুনেছি "আমি যখন শিশু ছিলাম তখন আমিও ঠিক বাবার মতোই করেছি। কিন্তু এতে বাবা তার এই সন্তানের প্রতি কোনো বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। বরং, আমি সন্তান হিসেবে যা চেয়েছি এবং আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি (বাবা) আমাদেরকে ভালোবেসে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার বাবা আমাকে কোনদিন মায়ের অনুপস্থিতি বুঝতে দেননি। তাই আমি যতদিন বাঁচবো ততোদিন বাবার পাশে থেকেই তার (বাবা) সেবা-যত্ন করে যাবো। তিনি শেষে বলেছেন এইভাবে, বাবা আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। তাই আমিও বাবাকে ভালোবাসি এবং ভালোবেসে যাবো।"

বাবা সন্তানকে ভালোবাসেন এবং সন্তান বাবাকে ভালোবাসবে। এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্রও বর্তমান বিশ্বে দেখা যায়। যা আমার সহভাগিতামূলক লেখায় উল্লেখিত প্রথম ঘটনাটিতে লক্ষণীয়। এমন ঘটনা হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে। যারা বাবার ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করেনা। আবার এমন বাবাও আছে যারা পিতা বা বাবা হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানকে ভালোবাসতে অস্বীকার করে থাকেন। তবে এমন ঘটনা খুব বেশি লক্ষ্যণীয় নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু দেখেছি বা অভিজ্ঞতা করছি তা থেকে বলতে পারি যে, এমন ধরণের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে সন্তান তার বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাবা হয়তো একই গ্রামে বা জায়গায় থাকে। কিন্তু সম্পর্কের কারণে সন্তান তার বাবার আদর-সোহাগ এবং ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেও তা অনেক সময় সম্ভব হচ্ছে না। আবার এমন বাবাও আছে, যারা উদাসীনভাবে জীবন-যাপন করে থাকেন কিংবা পরিবারের এবং সন্তানের যত্নের দিকে দৃষ্টি রাখে না। আমরা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে পারি এই প্রশ্নগুলোর আলোকে-

একজন বাবা হিসেবে-

১। একজন বাবা হিসেবে আমি কি পরিবার এবং সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছি?

২। আমি কি সন্তানের প্রতি আদর ও স্নেহপূর্ণ অন্তর দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করছি?

৩। আমি কি সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে লালন-পালন করছি?

একজন সন্তান হিসেবে

১। একজন সন্তান হিসেবে আমি কি পিতা-মাতার প্রতি যে পবিত্র দায়িত্বগুলো রয়েছে তা পালন করছি?

২। আমি কি পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং মর্যাদাপূর্ণ সেবা-যত্ন দ্বারা ভালোবাসা প্রকাশ করছি?

৩। আমি পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাদের পাশে রয়েছি?

আমাদেরকে সবসময় মনে রাখা উচিত, আমরা সন্তান হিসেবে যেমন বাবার কাছ থেকে স্নেহ-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ এবং যে-কোনো অবস্থায় পাশে থাকার আশা বা প্রত্যাশা করি, তেমনি বাবাও নিজের সন্তানের কাছে তেমন কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করলেও, আমাদের জানা থাকা উচিত, সন্তানের কাছে পিতা-মাতার সেবা-যত্ন পাওয়া কোনো দাবির বিষয় নয় বরং সেবা-যত্ন এবং ভালোবাসা পাওয়া তাদের অধিকার॥

ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি: একান্ত আপন জন

বিকাশ গমেজ

হে মহান খ্রিস্ট প্রেমী,
বাংলার মাটি ও মানুষকে ভালবেসে
তাদেরই মুক্তির তরে জীবন দিলে
নিঃশেষে
তোমার শান্ত সৌম্য মায়াবী
পবিত্র মুখশ্রী দিয়ে সবার মন করেছ জয়
কর্তব্য নিষ্ঠায় ছিলে অবিচল মরণেও ছিল
না ভয়।

যে জন শুনেছে তব মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী
ধন্য হয়েছে জীবন তার সে তো জানি
গরীব দুঃখী অসহায় মানবেরে হৃদয়ে
দিয়েছ ঠাঁই
তোমার মত আপনজন আর তো খুঁজে
নাহি পাই।

'৭১ এর ১৩ নভেম্বর ঘাতকের নির্মম
আঘাতে
নিভে গেল জীবন-দীপ
জানি, কোন দিন তুমি আসবে না
আর হাতে নিয়ে আলোর প্রদীপ।

তোমার প্রিয় গোল্লার
গির্জা, মাঠ, ঘাট, নদী সবই আছে
নেই শুধু তুমি, কত যে দুঃখ বিলাপ
অব্যক্ত যন্ত্রণা জানেন শুধু অন্তর্যামী।

আজও পাহাড়সম যাতনা নিয়ে ইছামতি
বহে ধীরে
সন্ধ্যাবেলায় একবুক শূন্যতা নিয়ে পাখী
ফিরে নীড়ে
হে মহান সুদূরের অতিথি, শহীদানের ৫১
বছর পরে
আজও তোমার স্মৃতি চিরঅম্লান বাংলার
ঘরে ঘরে।

তুমি যে মহাপ্রাণ ভুলবো না কোনদিন
এজন্মেও শোধ হবে না
তোমার অমূল্য রক্তের ঋণ
অবশেষে কবিগুরুর ভাষায় জানাই
শ্রদ্ধাঞ্জলি
"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL
The Road to Success

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA- 1212
BANGLADESH

VACANCY

Salmela International School is an English Medium School conducted by **'Joy & Hope Trust'**.
Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following positions:

Name of the Post of Teacher	Post	Education Qualifications	Experiences	Additional Requirement
1. Senior Teacher for the **Salmela International English Medium School.**	01	Hon. & Master Degree in English	Minimum 05 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. **(Pure candidate from English Medium or English Version).**	1. Age-30-40 years. 2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential. 3. IT knowledge in MS Office is essentially required.
2. School Teacher for the **Salmela International English Medium School.**	01	Hon. & Master Degree in English	Minimum 03 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. **(Pure candidate from English Medium or English Version).**	1. Age-25-30 Years. 2. High level of proficiency in English (both verbal & written) is essential. 3. IT knowledge in MS Office is essentially required.

Interested candidates are requested to submit their applications along with C.V on or before the 25th November, 2022. Please apply with your recent Passport size Photograph, National ID's photo copy, job experience certificates, Contact number, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements. Please mail your application to bellow address.

The Chairman
Salmela International School
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka-2941
+8801321749596

01-11-22
Chairman
Joy & Hope Trust

বিজ্ঞ/৩৩১/২২

শ্রাবণের শেষে

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

পিটার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মারলিনের দিকে। কৈশোর, যৌবনের অনেকটা সময় পার হয়ে গেলেও নারীর সান্নিধ্য সে কখনো পায়নি। কিন্তু আজ হঠাৎ এক অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে তার মনে।

পিটার তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তার কিছু শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা রয়েছে। সাধারণ এবং স্বাভাবিক জিনিসগুলো বুঝতে তার একটু সময় লাগে। কিন্তু গণিত সম্পর্কিত বিষয়ে সে খুবই দক্ষ এবং পারদর্শী। পিটারের বাবা কিছুটা বিত্তশালী হওয়ায় ছেলের চিকিৎসায় কোনো ত্রুটি তিনি রাখেননি। তার এই অঢেল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী পিটার। পিটারের বয়স এখন ছাব্বিশ। এই সুদর্শন যুবকের সান্নিধ্য পেতে কেইবা না চাইবে, কিন্তু তার এই ত্রুটি যেন বারবারই মনে করিয়ে দেয়, আর দশজনের চাইতে সে ব্যাতিক্রম, সে ভিন্ন, সে আলাদা। পিটার একটা স্পেশাল চাইল্ড অরগানাইজেশানে গণিতের টিচার হিসেবে কর্মরত রয়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে স্কুলে পড়ায়। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর সে কিছুটা বিশ্রাম নেয়। বিকেলে সে তাদের ছয়তালা বাড়ির ছাদ বাগানে অনেকটা সময় কাটায়। এই গাছ-পালা, ফুল-ফল তার খুব পছন্দের। তাদের বাড়ির পাশেই আরও একটি বাড়ি রয়েছে। প্রতিদিনের মতোই পিটার বিকেলে হাঁটাহাঁটি করছিলো। ঠিক এমন সময় কেউ একজন ঠিক তার পেছন থেকে ডেকে ওঠে,

- এই যে শুনছেন?

- কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পিটার ঘুরে দেখে কি অপূর্ব রূপবতী এক মেয়ে। কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে উত্তর দেয় "আমাকে বলছেন?"

- মেয়েটা মুচকি হেসে বলে, হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। ঐ লাল গোলাপটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি কিছু মনে না করলে আমি কি একটা নিতে পারি?

- এবারে পিটার পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নীরবতা ভেঙে বললো নিশ্চই। পিটার মেয়েটার দিকে ফুলটা এগিয়ে দিলো।

- মেয়েটা ফুলটা হাতে নিয়ে বললো, আমি মারলিন এই বাড়ির চারতালায় ভাড়া নিয়েছি।

পিটার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মারলিনের দিকে। কৈশোর, যৌবনের অনেকটা সময় পার হয়ে গেলেও নারীর সান্নিধ্য সে কখনো পায়নি। কিন্তু আজ হঠাৎ এক অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে তার মনে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে তার ঘরে চলে আসলো। কিছুক্ষণ পরে তার মা রুমে এসে পিটারকে সেমাই দিলো খেতে। পিটার বড় হলেও তার বাবা-মায়ের কাছে সে এখনো ছোট্টটিই রয়ে গেছে। রাতে পিটার ঘুমাতে পারলো না। সে জানে তার জীবনে প্রেম কিংবা ভালোবাসা বিলাসিতাই বটে। কিন্তু কোনো ভাবেই মারলিনের সেই হাসিমাখা মুখ আর গোলাপ ফুলের কথাটা সে মাথা থেকে বের করতে পারছেনা। পরদিন সে খুব ভোরে উঠে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ছাদে হাঁটাহাঁটি করে একটিবার মারলিনকে দেখার আশায়। কিছুটা মন খারাপ নিয়ে সে চলে যায় বাচ্চাদের পড়াতে। অন্যদিনের মত আজকে আর সে ভাতঘুম দিলো না। চলে এলো ছাদে। ছাদবাগানের এক পাশে বেশ বড় একটা দোলনা রয়েছে। সেটাতে বসেই মারলিনের অপেক্ষা করতে লাগলো। এবার আর তার অপেক্ষা বৃথা গেলোনা। পিটার চোখ মেলে তাকিয়েই দেখে মারলিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন কি বাস্তব বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো তার। অগত্যা নিজেকে সামলে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো পিটার। প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। নীরবতা ভেঙে মারলিনই বলে ওঠে,

- আপনাদের ছাদটাতো অনেক সুন্দর।

- এইসব ও নিজের হাতেই করে। প্রত্যেকটা গাছের যত্ন নিজের হাতে নেয়। পেছন থেকে পিটারের মা বলে ওঠেন।

- আপনার ছেলে কিন্তু খুবই প্রতিভাবান আন্টি বলেই মিষ্টি করে হেসে ওঠে মারলিন।

প্রচণ্ড লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে পিটার মাথা নিচু করে বসে আছে। ও কি বলবে, এরকম পরিস্থিতিতে কি বলতে হয় ও জানেনা। এমন সময় পিটারের মা বলে ওঠে, বাবু যাও ওকে আমাদের বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাও। এবার পিটার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে এক দৌড়ে নিজের রুমে চলে আসে। পিটারের মা বলতে শুরু করে, - তুমি কিছু মনে করোনা মা আমার ছেলেটা জন্ম থেকেই এমন। ওর এই প্রতিবন্ধকতাকে আমরা কখনো প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করিনি।

- না না আন্টি আমি কিছু মনে করিনি।

এরপর প্রায় ঘণ্টা খানেক মারলিন পিটারের মার সাথে অনেক গল্প করলো যাওয়ার সময় পিটার একটা গোলাপের চারা পলিথিন ব্যাগে করে মারলিনের হাতে দিয়ে আবার রুমে চলে এলো। পিটারের মনে হচ্ছে তার হৃদপিণ্ডটা বুঝি এক্ষনি বেরিয়ে আসবে। পিটারের মা রাত্রে খেতে বসে তার বাবাকে মারলিনের কথা বলতে লাগলো। মারলিনের এত প্রশংসা শুনতে পিটারের কাছে অস্বস্তি লাগছিলো। এভাবেই চলতে লাগলো বেশ কয়েক মাস। পিটার আর মারলিনের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। প্রায় বিকেলেই মারলিন পিটারদের বাসায় যাতায়াত করতো। বেশ সুন্দর সময় পার করতো দুজনে মিলে। তাদের রুচি, পছন্দ, চাওয়া-পাওয়াগুলোতে অনেক মিল ছিলো। দু'জনে দু'জনের আরও কাছে আসতে থাকলো। মারলিন পিটারকে প্রতিদিন চিরকুট দিতো। তাতে এক কি দু'লাইন লেখা থাকতো। মারলিনের বৃষ্টি খুব পছন্দ ছিলো। এক শ্রাবণের বিকেলে আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয়। পিটারের কেনো যেন মারলিনকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো। পিটার ছাদে উঠে দেখে মারলিন তাদের ছাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন স্বর্গের এক অপ্সরা। তার পড়ণে হালকা নীল শাড়ি। কাজল-কালো চোখ আর হাতে কাঁচের চুড়ি। পিটার খুব ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলে সে হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে এক গোলাপ নিয়ে পিটারের সামনে ধরে আর বলে, পিটার আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তুমি কি সারাজীবনের জন্য আমার হবে?

পিটার কি বলবে বুঝতে পারছেনা। পিটারের খুব ইচ্ছে করছে মারলিনকে জড়িয়ে ধরে বলতে, আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি মারলিন। কিন্তু তা না করে পিটার নিচে চলে যায়। প্রচণ্ড লজ্জায়, অপমানে মারলিনের মন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পিটার সারা রাত ভাবে মারলিন কি তাকে করুণা করছে? দয়া থেকেই কি এই প্রস্তাব? ভালোবাসার নামে এই উপহাস!

সকালে বেশ শব্দে পিটারের ঘুম ভেঙে যায়। না, তাদের বাড়িতে না। পাশের বাড়ি থেকে আসছে শব্দ। রুম থেকে বের হতেই পিটার দেখে তার মা কান্না ভেজা চোখে বসে আছে। কি হয়েছে জানতে চাইলে তার মা বলেন, মারলিন আর নেই রে বাবু।'

পিটার এবার পুরোপুরি বোকা বনে যায়। নেই মানে? তার মা বলে, ও অনেক দিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলো। কিন্তু সবসময় হাসিখুশি থাকতো কাউকে বুঝতে দিতোনা। কাল রাতেই হঠাৎ ... পিটারের মা আর কিছুই বলতে পারলোনা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

দিন চারেক পরে পিটারের মা একটা কাগজ হাতে নিয়ে বললো মারলিনের ছোট বোন এসেছিলো। বললো এটা ওর রুমের টেবিলে পেয়েছে। তোর নাম লেখা ছিলো তাই দিয়ে গেলো। চিরকুটটা খুলতেই পিটার দেখলো তাতে লেখা রয়েছে একটি ছোট কবিতা

"আমায় তুমি আর খুঁজে পাবেনা প্রিয়,
তবু আমায় গোলাপ ভেবেই একটু যত্ন নিও,
ইচ্ছে হলে মেঘ হবো তাই শ্রাবণের শেষে,
বৃষ্টি হয়ে পড়বো ঝরে তোমায় ভালোবেসে।"

পিটার এখন আর চাকরিটা করেনা। ছাদের সেই দোলনাতে চুপচাপ বসে থাকে, আর গোলাপ গাছের যত্ন নেয়। মাঝেমধ্যে আকাশে তাকিয়ে অপেক্ষা করে আরও একটি শ্রাবণ আসার॥

স্বাস্থ্যকথা

ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও করণীয়

ডেঙ্গু এখন আতঙ্কের নাম। কারণ প্রতিদিন অনেক রোগী ভর্তি হচ্ছে নানা হাসপাতালে এই রোগের লক্ষণ নিয়ে। যেকোনো কারণেই হোক, এবার মশা নিধন বা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সফলতার মুখ দেখেনি। ডেঙ্গু রোগের সাধারণ লক্ষণ যেসব থাকে তা অন্য ভাইরাস রোগের মতোই। অনেকেই তাই নিজ উদ্যোগে চিকিৎসা নিয়েছেন এত দিন। কিন্তু এবার ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ পাল্টেছে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গু রোগের কিছু খারাপ লক্ষণ প্রকাশ করেছিল, সেগুলো হলো :

১. তীব্র পেট ব্যথা।
২. মাত্রাতিরিক্ত বমি হওয়া (২৪ ঘণ্টায় তিনবারের বেশি হলে)।
৩. শরীরে পানি জমে যাওয়া।
৪. মুখের ভেতরে, চোখের সাদা অংশে রক্তের ছাপ দেখা যাওয়া।
৫. প্রচণ্ড ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা।
৬. লিভার দুই সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয়ে যাওয়া।
৭. রক্ত পরীক্ষায় Hct বেড়ে যাওয়া, প্লাটিলেট কমে যাওয়া।

আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, তাতে একবার যদি কোনো ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কাজ করার শক্তি অর্জন করে।

সাবধানতা: মশা নির্মূল যেহেতু সম্ভব নয়, তাই বেঁচে থাকাটাই এখন কার্যকর ব্যবস্থা। আবার মশা নিয়ে বেশি রক্ষণাত্মক হলে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়।

১. মশা দূর করার যেসব ওষুধ আছে তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমাদের কিছুটা উপশম দিতে পারে।
২. @Mosquito Repellent নামের ওষুধ আছে, যা বাচ্চাদের জামার নির্দিষ্ট অংশে লাগিয়ে রাখা যায়, যাতে তাদের থেকে নিভৃত থাকে।
৩. দিনের বেলায় ঘুমানোর অভ্যাস ত্যাগ করা।
৪. মশারি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

লক্ষণ :

১. স্বাভাবিক কার্যাবলি কমে গেলে।
২. জ্বর চলে যাওয়ার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর অস্বাভাবিকভাবে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া।
৩. তীব্র ক্ষুধামান্দ্য দেখা যাওয়া।
৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া।
৫. প্রস্রাব কমে যাওয়া স্বাভাবিকের চেয়ে।

করণীয় :

১. প্রচুর পরিমাণে পানি, শরবত ইত্যাদি তরল খাদ্য পান করা উচিত।
২. ভিটামিন-সি জাতীয় দেশি ফল বেশি করে খাওয়া উচিত। কারণ এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৩. ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। কারণ এটি রক্তের উপাদানের তারতম্য করাসহ নানাবিধ ক্ষতি করে।
৪. জ্বর হলে নিজ থেকে চিকিৎসা শুরু করা ঠিক নয়।
৫. এই মৌসুমে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন খুবই জরুরি।

কোথায় যাবেন : বিশেষজ্ঞ অথবা এমবিবিএস চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই নিরাপদ।

ডেঙ্গু রোগে রক্তের প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রেও সরকারি কেন্দ্র সেবার দিক দিয়ে এগিয়ে। যিনি রক্ত দেবেন তার কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন:

১. রক্ত জমাট না বাঁধার কোনো ওষুধ খেলে তিনি কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা রক্তদান থেকে বিরত থাকবেন।
২. একেবারে খালি পেটে রক্তদান কেন্দ্রে যাওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে চার ঘণ্টার বেশি গ্রহণযোগ্য নয়।
৩. কারো যদি প্লাটিলেট লাগে, তবে তার রক্তদাতাকে দুই ঘণ্টার মধ্যে ভারী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে প্লাটিলেটের কাজ কমে যায়।

স্থায়ী সমাধান: সামাজিক বনায়ন খুবই জরুরি, এতে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন রক্ষা হয়, তেমনি এডিস মশার প্রজনন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এমনভাবে বাড়ির ডিজাইন করা উচিত নয়, যাতে পানি যাওয়ার রাস্তা ব্যাহত হয়।

লেখক : ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

- কালের কণ্ঠ

Reg. No. 1209/1970

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ সোসাইটির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ
সেক্রেটারি

বিজ্ঞ/৩২/২২

আলোচিত সংবাদ

১৫ নভেম্বর থেকে অফিস সকাল ৯টা- ৪টা

অফিস সময়সূচি আবার নতুন করে নির্ধারণ করেছে সরকার। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সময়সূচিতে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে সকাল ৯টায় অফিস শুরু হয়ে শেষ হবে বিকেল ৪টায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অফিসের এ নতুন সময়সূচি অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সকল সরকারি, আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। শীত চলে আসায় আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে দেশের সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস সময়সূচি পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। বর্তমানে অফিস সময়সূচি সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। তিনি বলেন, আদালত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচির বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। সুপ্রিমকোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত তারা নেবেন। এছাড়া স্কুল-কলেজের সময়সূচির বিষয়ে উনাদের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কর্তৃপক্ষ যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবে সেভাবেই হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য অফিস সময়সূচি ১ ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটার প্রতিফলন কী তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এক ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যাচ্ছে এর ফলে ওই সময়টাতে বেশি বিদ্যুৎ বাইরে (অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা আবাসিকে) দেওয়া সম্ভব হবে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ)

ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের ক্ষতি বছরে ১০০ কোটি ডলার: বিশ্বব্যাংক

জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গড়ে প্রতি বছর বাংলাদেশের ক্ষতি হয় ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার (প্রায় ৯৬০০ কোটি টাকা)। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কৃষি জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে পারে এবং ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু অভিবাসী হতে পারে। বড় বন্যা হলে দেশের জিডিপি ৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত কান্ট্রি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে আরো বলা হয়েছে, জলবায়ুর অভিযোজন এবং অভিঘাত-সহিষ্ণু পদক্ষেপসহ জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া দেশটির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। প্রতিবেদনে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার কার্যক্রম এবং অর্থায়ন চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছে। মধ্য মেয়াদে জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ ১ হাজার ২৫০ কোটি ডলার বাড়তি অর্থায়ন জোগাড় করতে পারবে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক গ্রিন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসারণে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য এবং মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। তবে বিপুল জনসংখ্যা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দেশটির উন্নয়ন পথ পরিক্রম যদি গতানুগতিক ভাবে চলতে থাকে তাহলে জিএইচজি নিঃসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। বাংলাদেশ উচ্চ মাত্রার বায়ু দূষণের মুখেও রয়েছে, যার ফলে বছরে ক্ষতি হচ্ছে জিডিপির প্রায় ৯ শতাংশ। বিভিন্ন খাতে উন্নত বায়ুমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা বাড়াবে। বায়ু দূষণ এবং কার্বন নিঃসারণ কমানোর জন্য নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বায়ুদূষণে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারে এবং ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। শিল্পগুলোকে অধিকতর টেকসই পথে রূপান্তর করলে তাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে

বাংলাদেশে স্ট্রোক রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অতিরিক্ত সময় মোবাইল ফোন নিয়ে বসে থাকলে মানসিক চাপ (স্ট্রেস) বেড়ে গিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) শহীদ ডা. মিল্টন হলে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস-২০২২ (২৯ অক্টোবর) উপলক্ষে আয়োজিত এক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে উপাচার্য ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক শারফুদ্দিন স্ট্রোক রোধে মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমানোর ওপর গুরুত্ব দিতে বলেন।

নিউরোসার্জারি বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ স্ট্রোক। বিশ্বের মৃত্যুর প্রতি চারজনের একজন স্ট্রোকে হয়। প্রতি মিনিটে স্ট্রোকের কারণে ১০ জনের মৃত্যু হয়। বিশ্বে প্রতি হাজারে ৮ থেকে ১০ জন মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশ্বে প্রতি লাখ শিশুর মধ্যে দুই থেকে ১৩টি শিশু স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়।

সেমিনারে নিউরোসার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. রকিবুল ইসলাম স্ট্রোকের রোগীর অস্ত্রোপচারের (অপারেশন) প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এখানে সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেজর স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে এলে অপারেশন করে জীবন বাঁচানো ও পঙ্গুত্ব রোধ করা সম্ভব। কিন্তু বেশি দেরি করলে জীবন বাঁচানো গেলেও পঙ্গুত্ব ও অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই।

এছাড়া সেমিনারে নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. হারাধন দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. কে এম তারিকুল ইসলাম ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামসুল আলম পৃথক তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে বলা হয়, স্ট্রোক প্রতিরোধে সাতটি পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো খাবারে তেল ও লবণের ব্যবহার কমানো, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত শরীরচর্চা করা, ধূমপান ও অ্যালকোহল সেবন থেকে বিরত থাকা, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা ও মানসিক চাপ কমাতে উপাসনা বা মেডিটেশন করা।

(কালের কণ্ঠ)

শরীর ও আত্মা নিয়ে দাদু-নাতির মধ্যে সংলাপ

মাস্টার সুবল

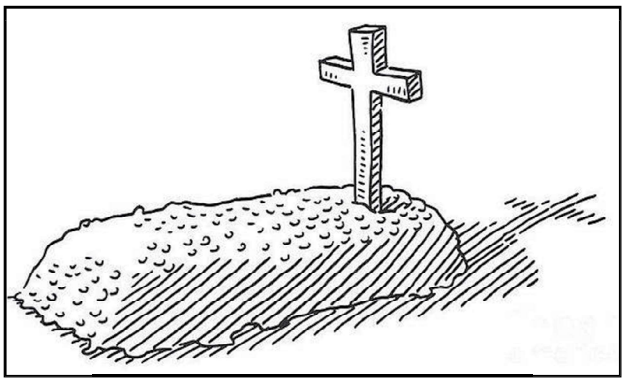

একদিন সন্ধ্যায়, কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি, পবিত্র জপমালা প্রার্থনা শেষে মানুষের শরীর ও আত্মা নিয়ে দাদু ও নাতির মধ্যে সংলাপ হয়। সংলাপের বিষয়বস্তু অতি সংক্ষেপে নীচে তুলে ধরা হলো।

নভেম্বর মাস মৃতলোকের মাস। মৃতলোকদের মাসে দাদু কোনদিন মৃতলোকদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনার জন্য কবরস্থানে যান না। এ নিয়ে দাদুর প্রতি নাতি ভীষণ অসন্তুষ্ট। নাতি দাদুকে বলে, দাদু, তুমি কেন যে মৃতলোকদের মাসে মৃতলোকদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনার জন্য কবরস্থানে যাও না তা আমি বুঝতে পারিনা। দয়া করে তুমি আমাকে তোমার কবরস্থানের না যাওয়ার বিষয়টা বুঝিয়ে বল। দাদু বলেন, দেখ ভাই, আমি বুঝি, শরীর থেকে আত্মা বের হয়ে যাবার পর শরীরের কোন মূল্য থাকে না। এর একমাত্র কারণ, শরীর কবরস্থানে মাটিতে পরিণত হয়। তাই মৃতলোকদের প্রতি প্রার্থনার জন্য কবরস্থানে যাওয়া প্রয়োজন মনে করি না। ঘরে বসেই নীরবে লোকদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করি। এতে আমার ভুলটা কোথায়, আমাকে বুঝিয়ে দে। নাতি বলে, দাদু, তুমি বেশি বুঝ, কিন্তু কম বুঝ না। মানুষের আত্মা মানুষের শরীরের ভিতরই থাকে। আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে যাবার পর শরীরকে কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। যেহেতু আত্মা শরীরের ভিতর ছিলো সেহেতু শরীরের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য কবরস্থানে প্রার্থনার জন্য যেতে হয়। আবার এর একটি উত্তম কারণও আছে। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ঈশ্বর মানুষকে বলেছেন, তুমি ধূলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে। এবার বুঝলে দাদু? দাদু বলেন, তোর বুদ্ধির শেষ নাই ভাই। ঈশ্বর তোকে ছোটকাল থেকেই যথেষ্ট বুদ্ধি দিয়েছেন। এবার শরীর ও আত্মার বিষয়টা ভালোভাবে বুঝলাম ভাই। এর জন্য তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তোর মঙ্গল এবং আরো বেশি বেশি বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর যেন তোকে দীর্ঘজীবী করে আরো অনেক অনেক বুদ্ধি দান করেন। আর এরই পর থেকে মৃতলোকেদের মাসে মৃতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনার জন্য দাদু প্রতিদিন কবরস্থানে যান॥

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মৃত্যু

তপন গিলবার্ট রোজারিও

মৃত্যু সে এক চিরন্তন সত্য
জন্মের পরেই তা জীবন্ত
সময়, দিন, কাল, তারিখ, ক্ষণ
মৃত্যু যে আসবে কখন ।
মৃত্যু যেন এক ট্রেন গাড়ি
যাত্রী বসেছে যাবে বাড়ি
গন্তব্যে তা না পারে ফিরতে বা
দিতে পাড়ি।
মৃত্যু না ফিরার দেশ জীবনের সর্বশেষ।
সেই দেশে থাকতে চাও যদি সুখে
সেই মতো কাজ করো, দিন রাতে
স্বর্গে থাকতে পার চির সুখে
পূণ্য কাজে, ধন্য হবে
স্বর্গে নতুন জীবন পাবে ।
জীবন কালে তোমার আদর্শ
পৃথিবীর সৎ উদ্দেশ্য
স্বর্গ দিতে পারবে পাড়ি
পৃথিবীর অসৎ উদ্দেশ্য
পাপ অনলে করতে হবে ফেরী।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

নভেম্বর মাসের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য: যন্ত্রণাভোগী শিশুদের জন্য

পোপ মহোদয় লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাভোগী শিশু বিশেষভাবে গৃহহীন, অনাথ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের শিকার শিশুদের জন্য প্রার্থনা করতে পৃথিবীর প্রত্যেককে আহ্বান করেছেন। প্রত্যাখান, অসহায়ত্ব, দারিদ্র এবং যুদ্ধ-সংঘাতের কারণে শিশুরা যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছে। পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা দাসত্বের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, এই শিশুরা শুধুমাত্র একটি সংখ্যা নয় কিন্তু তারা নাম পরিচয় নিয়ে মানব সত্তা যা ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছেন। শিক্ষার সুযোগহীন, গৃহহীন ও স্বাস্থ্যসেবাহীন প্রত্যেক প্রান্তিক শিশুর কান্না, এমন কান্না যা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় এবং আমরা যারা এ ধারা তৈরি করেছি তাদের জন্য তা লজ্জাকর। প্রত্যেক শিশুরই মৌলিক অধিকারগুলো পাবার অধিকার আছে এবং তারা পরিবারের গ্রহণীয়তা ও ভালোবাসা অনুভব করার সক্ষমতা রাখে। আমরা তাদেরকে একাকী ও অবাঞ্ছিত অনুভব করতে দিতে পারি না; বরং তাদের শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করে পারিবারিক স্নেহ-ভালোবাসার সুযোগ দান করতে পারি। যাতে করে তারা বুঝতে পারে ঈশ্বর তাদেরকে ভুলে যায়নি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় হ্যালোইন উৎসবের দুর্ঘটনায় মৃতদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

দক্ষিণ কোরিয়ায় হ্যালোইন উৎসবে পদদলিত হয়ে ১৫৩ জনের মৃত্যু ও ৮২ জনের আহত হবার ঘটনায় পোপ ফ্রান্সিস গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কাথলিক বিশপগণ এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন। গত শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানী সিউলের ইথেওন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গত রবিবারে দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে পোপ মহোদয় সিউলে হ্যালোইন উৎসবে নিহতদের স্মরণ করে সকলকে বলেন, গতরাতে সিউলে পদদলিত হয়ে মৃত্যুবরণকারী যারা অধিকাংশই যুবক তাদের জন্য পুনরুত্থিত প্রভুর কাছে এসো প্রার্থনা করি।

সিউলের ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা চোই সুবিওম বলেছেন, হ্যালোইন উদযাপনের মধ্যে একটি সরু গলিতে বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হলে পদদলনের ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। হ্যালোইন উৎসব উদযাপনকারীদের কাছে সিউলের ইথেওন এলাকা খুবই আকর্ষণীয় জায়গা। গত শনিবার রাতে ওই এলাকায় লাখখানেক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। পদদলনের ঘটনার আগে অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সেখানে অতিরিক্ত ভিড়ের কথা উল্লেখ করেন। জায়গাটি নিরাপদ নেই বলেও উল্লেখ করেন কেউ কেউ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুর্ঘটনাস্থলের কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে তাতে দেখা যায়, রাস্তার ওপর ব্যাগে করে মরদেহ রাখা হয়েছে। জরুরি চিকিৎসাসেবা দিয়ে আহত ব্যক্তিদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন উদ্ধারকর্মীরা। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল এ ঘটনার পর জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশপ সম্মিলনী এক লিখিত বিবৃতিতে জানায় যে, অবিচার ও দায়িত্বহীনতা; যা সমাজে একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তা দক্ষিণ কোরিয়া অবশ্যই ভেঙ্গে দিবে। তা করতে আমরা প্রথমে আমাদের দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত হবো। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এই ট্রাজেডির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে এবং দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে নজর দিতে হবে।

বিদায়ের প্রথম বছর

জন ফ্রান্সিস গমেজ
জন্ম : ৩১ জুলাই ১৯৫২
মৃত্যু : ১৪ নভেম্বর ২০২১
ছোটগোল্লা, গোল্লা মিশন

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
পরিবারের জন্য করে গেলে দান

পাপা দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনা বিধুর দিনটি, ১৪ নভেম্বর [illegible] একখণ্ড মেঘ এসে আমাদের প্রিয় পাপাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের পরিবারটিকে অন্ধকার করে। পাপা প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে আমরা চার ভাই-বোন, মা এবং তোমার আদরের নাতি নাতনীরা তোমাকে স্মরণ করি কারণ তুমি ছিলে আমাদের পরিবারের মধ্যমণি। আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী কেউই ছিলনা তাই তোমাকে ও মাকে ঘিরে আমরা চার ভাই বোন বড় হয়েছি। পাপা, মাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে! মা তোমাকে রেখে দুই ঘন্টার জন্য বাড়িতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে হাসপাতালের বিছানায় তোমার বাকহীন নিথর দেহ শায়িত, পাশে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে তোমার আদরের বড় ছেলে! মুহূর্তের মধ্যে একি ঘটে গেল!

তোমার দাদাভাই অভিজিৎ তোমাকে এখনো খুঁজে বেড়ায়, তোমার অপেক্ষায় থাকে। তোমার আদরের পায়েল ও অভিষেক তোমাকে পদে পদে অনুভব করে। তোমার তিলে তিলে গড়া পরিবারকে যেন আমরা একসূত্রে গেঁথে রাখতে পারি স্বর্গ থেকে তুমি তোমার প্রিয় পরিবারকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার গড়া পরিবারটিকে এক করে রাখতে পারি। প্রতিটি কাজে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর, আমাদের পাশে থাক, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর অনন্তধামে চির শান্তি দান করুন এই আমাদের নিত্য দিনের প্রার্থনা।

তোমারই পরিবারের প্রিয় সদস্যগণ:
স্ত্রী: এলিজাবেথ সুনীতি গমেজ
মেয়ে ও জামাই: এ্যানেট ঝুমুর ও আগস্টিন গমেজ, বড় ছেলে ও বৌ: জুয়েল ও এ্যাগ্রেস গমেজ
মেজো ছেলে ও বৌ: জেমস সজীব ও জেসি গমেজ, ছোট ছেলে ও বৌ: রাজীব বার্থাত ও বর্ষা গমেজ
আদরের নাতনী ও নাতিরা: পায়েল, অভিষেক, অরিজিৎ ও অভিজিৎ, ভাই-বোন: শিও, মায়া, দুলাল, জাস্টিন ও জোসেফ
সকল আত্মীয় স্বজন ও শুভার্থী।

বিপ্র/৩৩৫/২২

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বার্ষিক নির্জনধ্যান

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▯ বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে বিডিপিএফ- এর উদ্যেগে ২টি গ্রুপে রাজশাহী খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বার্ষিক নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। নির্জনধ্যানের শুরুতেই বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। নির্জনধ্যানের মূলসুর ছিল, 'মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ'। নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন ফাদার ফ্রান্সিসকো রাপাচালি পিমে। ২টি গ্রুপেই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপস্থিত ছিলেন। ২টি গ্রুপের নির্জনধ্যানের শুরুতেই বিশপ জের্ভাস রোজারিও সকলে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, এটা সুন্দর একটা সুযোগ একসাথে প্রার্থনা করা, ধ্যান করা এবং তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। নির্জনধ্যানে ফাদারগণ নির্জনধ্যান পরিচালকের সহভাহিতা শুনার সাথে সাথে খ্রিস্টযাগ, পবিত্র ঘন্টা, রোজারিও মালা প্রার্থনা এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনায় সময় কাটান।

ফাদার ফ্রান্সিসকো রাপাচাল্লি মূলসুরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের জীবন, তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জসমূহ, নিজের জীবনের পালকীয় অভিজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আমাদের প্রেরণ করেছেন এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং বিশ্বাসের উপহার আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সাধু আম্বেস, সাধু আগষ্টিন, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট আমাদের বিশ্বাসের আদর্শ। আর আমাদের কাজ হচ্ছে, পিতা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকা। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের দান সংগ্রহ করতে পারি। জীবনে আমাদের ৩টি নীতি থাকা দরকার। ১। ঐশ্ব দান, অন্তরের পাপস্বীকার ২। মণ্ডলীর দান (বাণী, খাদ্য) ৩। অন্যদের সাথে সহভাগিতা (আন্তধর্মীয়, আন্তমাণ্ডলীক সংলাপ)। তিনি ৩টি ব্রত তথা বাধ্যতা, কৌমার্য এবং দরিদ্রতার বিষয়েও সহভাগিতা করেন। ফাদারের সহভাগিতায় যাজকদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে এবং জীবন নিয়ে ধ্যান করতে সহায়তা হয়েছেন। ১ম নির্জনধ্যানে ফাদার মার্কুস মুর্মু এবং ২য় নিজন ধ্যানে ফাদার আলবিনো সরকার যাজকদের প্রতিনিধি হিসেবে অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং নির্জনধ্যান পরিচালকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নির্জনধ্যানে ২ জন বিশপ এবং ১৮৭ জন যাজক উপস্থিত ছিলেন। ফাদার রুবেন গমেজ বিডিপিএফ-এর সেক্রেটারি সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন এবং বিডিপিএফ-এর সভাপতি ফাদার মিন্টু এল পালমা সকল বিশপ ও যাজদেরকে নির্জনধ্যানে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যারা সেন্টারের পরিচালক ফাদার বাবলুসহ কর্মী ভাই-বোনদের ও সেবাদানকারী যুবক-যুবতী ভাই-বোন ও অন্যান্য সবাই ধন্যবাদ জানান এবং সকলের শুভ যাত্রা কামনা করেন॥

এ বছরে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের বার্ষিক নির্জন ধ্যানে যাজকগণ

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার তীর্থ সম্পন্ন

মা মারীয়ার তীর্থ, বারমারী

এলড্রিক বিশ্বাস ▯ গত ২৮ অক্টোবর সকাল ১০ টায় শেরপুর জেলা, নালিতাবাড়ী থানার বারমারীতে ফাতেমা রাণীর তীর্থ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আগের দিন বিকেলে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে রাত ৮:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা ও আরাধনার মধ্যদিয়ে তা শেষ হয়। শুক্রবার সকালে খ্রিস্টযাগের শুরুতে নৃত্য ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বেদী মঞ্চে প্রবেশ করে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার শিমন হাচ্চাসহ মোট ৩০ জন পুরোহিত। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। উপদেশে তিনি বলেন মা মারীয়া তিনি জীবন্ত, তিনি দেখা দিয়েছেন পর্তুগালের ফাতিমাতে, ফ্রান্সের লুর্ডসে, ভারতে ভেলেঙ্কিনীতে। তিনি সবাইকে প্রার্থনাশীল হাওয়ার আহ্বান জানান। এবারের তীর্থের মূলভাব ছিল 'মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কর্মে ফাতেমা রাণী মা মারীয়া'। সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান বারমারী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার তরুণ বনোয়ারী। ভক্তিপূর্ণভাবে খ্রিস্টযাগে ১২ হাজার খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে॥

কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল কনভেনশন, ভাওয়াল অঞ্চল

ক্যারেজম্যাটিক রিনিউয়্যাল কনভেনশনের একাংশ

পলিন ফ্রান্সিস ▯ গত ১৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়াল অঞ্চলের ভাদুন ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হারবাইদ উপধর্মপল্লীর নির্মলা মারীয়া গির্জায় ভাওয়াল অঞ্চলের জন্য ক্যারিজম্যাটিক কনভেনশন উদ্‌যাপিত হয়। কনভেনশনের মূলভাব ছিল "পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান ও নবজীবন"।

ভাওয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী - নাগরী, মাউছাইদ, পাগার, দড়িপাড়া, ভাদুন, হারবাইদ ও চালাবন থেকে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন ভক্তজনগণ অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনে ছিল প্রশংসা ও আরাধনা প্রার্থনা, মূলভাবের উপর বাণী পরিবেশনা, বিশ্বাসের সাক্ষ্য বাণী, খ্রিস্টযাগ ও নিরাময় অনুষ্ঠান। মূলভাবের উপর বাণী পরিবেশনা করেন ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যালের কো-অর্ডিনেটর ফাদার স্ট্যানলি কস্তা। তিনি তার সহভাগিতায় পবিত্র আত্মার দানগুলি উল্লেখ পূর্বক নবায়ন হওয়ার আহ্বান জানান। কিছু সাক্ষ্য বাণীতে নব জন্মের বিষয়টি উঠে আসে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার কুঞ্জন কুইয়া। সহভাগিতায় যিশুর আশ্রয়ে জীবন কেমন হওয়া উচিত, বাস্তবতার নিরিখে তা তিনি তুলে ধরেন। সব শেষে তৈল লেপনের মাধ্যমে নিরাময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপন করা হয়॥

ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

সিস্টার ক্লারা কস্তা এলএইচসি ▯ গত ২৮ অক্টবর ২০২২, শুক্রবার বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দেশান্তরকাঠি উপকেন্দ্রে ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের উদ্যোগে দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের মূলভাব ছিল: "সিনোডাল মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের খ্রিস্টীয় জীবনের উন্নয়ন"। সেমিনারের শুরুতেই প্রারাম্ভিক প্রার্থনা ও প্রদীপ প্রজ্বালন করা হয়। মূলভাবের উপর বক্তব্য রাখেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট রোজারিও সিএসসি। খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে সহভাগিতা করেন সুমন মজুমদার এবং ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে বাইবেলের আলোকে জীবন-যাপন ও অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার ক্লারা কস্তা এলএইচসি (সিসিপি ডেস্ক)। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ভিনসেন্ট রোজারিও সিএসসি এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়। এ সেমিনারে মোট ৭৩ জন অংশগ্রহণ করেন॥

তালিথা কুম নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ : নারী নির্যাতন ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক সেমিনার

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ ▯ বিগত ১৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়াল এলাকার বিভিন্ন ধর্মসংঘের সিস্টার ও শিক্ষকমণ্ডলী নিয়ে তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নারী নির্যাতন ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে এক সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে নাম নিবন্ধন কর্ম সম্পাদনার পর ৯টায় ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি এর সহযোগিতায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে শুরু হয় এই সেমিনার। এই সেমিনারে ১ জন ফাদার, ৩৯ জন সিস্টার ও ২৯ জন শিক্ষকসহ মোট ৬১ জন অংশগ্রহণকারী ছিল।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

পরিচালনায়

ছিলেন নির্বাহী পরিচালনা কমিটি, তালিথা কুম নেটওয়াক বাংলাদেশ। প্রথমেই তালিথা কুম বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক এর সভাপতি সিস্টার ভাইওলেট রড্রিক্স সিএসসি সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন তালিথা কুম নেটওয়ার্ক : ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের অনুরোধে বিশ্বব্যাপী সিস্টার সন্ন্যাস সংঘের মেজর সুপিরিয়রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাতিকান কেন্দ্রিক "তালিথা কুম আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক" (Talitha Kum International Network)। বাংলাদেশে ন্যায় ও শান্তি কমিশন-সিবিসিবি ও বিসিআর এর যৌথ সমর্থনে এবার বাংলাদেশ মণ্ডলীও প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে কাজ শুরু করতে সচেষ্ট আছেন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে।

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ এই তালিথা কুমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করে বলেন যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্রতধারী/ধারিণী, সামাজিক সংঘঠন, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা নেত্রীদের মধ্যে মানব পাচারের বিরুদ্ধ নেটওয়ার্ক তৈরী করাই এর প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই কাজে ব্রতধারী/ধারিণী সিস্টারদের সাথে শিক্ষকদের সহযোগিতাও তিনি একান্তভাবে কামনা করেন।

সিস্টার এডলীন কুজুর আইবিভিএম "তালিথা কুম নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ ও বর্তমান যুব সমাজ" এই বিষয়টির উপর তার সহভাগিতা

তুলে ধরেন। তিনি এ কাজে যুব সমাজকেও এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণীত করেন। ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন বাংলাদেশে মানব পাচারের ভয়াবহ রূপ। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলী মানব পাচার মুক্ত অর্থনীতি গঠনে বর্তমান পোপ মহোদয়ের সাথে "তালিথা কুম নেটওয়ার্ক" এর মূলনীতি অনুসরণ করে মানব পাচারে শিকার ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

শেষে মুক্ত আলোচনায় জোড়ালো অংশগ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারীগণ। ড. ফাদার লিটন সিএসসি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর যথার্থভাবেই প্রদান করেন। সবশেষে কমিটির সভাপতি সিস্টার ভাইওলেট রড্রিক্স সিএসসি এর ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর মধ্যদিয়ে সেমিনারটির সমাপ্ত হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

শিশুমঙ্গল সেমিনারে অংশগ্রহণকারী পুরোহিত ও এনিমেটরদের সাথে শিশুরা

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ ▯ "জীবন গড়ার প্রথম ধাপ শিশুরা ধরবে যিশুর হাত" এই মূলসুরের উপর বিগত ২৮ অক্টোবর রোজ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী এক শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল র‍্যালী এবং পালপুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে ছিলেন অত্র ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ ও ফাদার জুয়েল কস্তা। উপদেশে ফাদার কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে শিশুদের দয়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শিশুদের যিশুর হাত ধরে সবকিছু করার জন্য বিশেষভাবে মণ্ডলীর কার্যে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর শিশুদের টিফিন দেয়া হয়। এরপর ফাদার প্রলয় ডি'ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সহভাগিতা করেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পরপরই সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষে সবার উদ্দেশে তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। উক্ত সেমিনারে ২০০ জন শিশু এবং ১৫ জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করেন। সেমিনার সার্থক করার জন্য ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ, সিস্টার মেরী অঞ্জলি এসএমআরএ এবং এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন॥

যিশুকর্মী কেন্দ্র কাথলিক চার্চ জিরানীতে প্রেরণ মাসে যুব ফুটবল টুর্ণামেন্ট - ২০২২

জিরানী ধর্মপল্লীর ফুটবল দল

দীপক পিয়াস হালদার ▯ গত ১৪ অক্টোবর, ২০২২ শুক্রবার যিশুকর্মী কেন্দ্র কাথলিক চার্চ জিরানীতে আটটি দলের অংশগ্রহণে এক যুব ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে নক আউট পদ্ধতিতে সেমিফাইনাল দল ও ফাইনাল দল নির্ধারিত হয়। এতে মিশনের হোস্টেলের ছেলেরা এবং বাহিরে মিশন পাড়ার ছেলেরা ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। ফাইনালে কোন দলই গোল করতে না পারায় সর্বশেষে বিজয়ী দল নির্ধারণ করার জন্য অতিরিক্ত সময়ের পরে খেলা টাইব্রেকারে গড়ায়। এতে মিশনের হোস্টেলের ছেলেরা ১-০ গোলে বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেন। খেলাধূলার মধ্যদিয়েও যে বাণী প্রচার করা যায় সেই মনোভাব নিয়ে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের মধ্যে ফাদার জন পাওলো পিমে, সিস্টারগণ, কাটেখিস্ট, খেলোয়াড় এবং সাধারণ দর্শকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করেন॥

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, ডাকঘর: রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
স্থাপিত: ১ জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজি: নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল: ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **"রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড"** এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন লিখিত দিন-তারিখ-সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান	: স্বর্গীয় আগ্নেশ ভবন (সমিতির নিজস্ব কার্যালয়) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
তারিখ	: ২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার
সময়	: বিকাল ৩:০১ মিনিট

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য; (১) সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার বকেয়া/খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত আলোচ্যসূচী যথাসময়ে সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

Rosario

হিল্টন রোজারিও
সেক্রেটারি
রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিজ্ঞ/৩৩৬/২২

মমতাময়ী মায়ের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ পাঁচটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার পঞ্চম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি), দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৩ (Bible Diary - 2023), বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-41
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৪১
Regd. No. DA-33
❖ 6 - 12 November, 2022, ২১ - ২৭ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

‘মরণ সাগর পাড়ে, তোমরা অমর তোমাদের স্মরি’

প্রয়াত আলেকসিউস কোড়াইয়া
জন্ম: ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বাবা,
গত একটি বছর আমাদের জীবনে একটি অতি দুঃখের, কষ্টের ও বেদনায়ক বছর। বাবা, ভাবিনি কখনো এমনটি হবে। তোমার স্নেহের ছায়ায় আমাদের সব সময় আগলে রেখেছো। তোমার হাসিমাখা মুখ, শাসন, কথাবার্তা, হাঁটাচলা এখনো চোখের সামনে ভাসে, মনে হয় তুমি আমাদের পাশেই আছো বাবা, বাস্তব জীবনে তুমি ছিলে একজন প্রার্থনাশীল, নম্র, সহজ-সরল, পরিশ্রমী, উদার কষ্টভোগী দায়িত্বশীল পুরুষ। বিগত ৭ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাত ১২টা সময় ঢাকা হাসপাতালে সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে পিতার গৃহে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এ কামনায়।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : শিউলী গমেজ
মেয়ে : সিমী, শাখী ও অর্পা
মেয়ে জামাই : তুরন রোজারিও
নাতি : এড্রিয়ান

প্রয়াত পাত্রিশিয়া কস্তা
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৩২৯/২২

স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা নিকোলাস গনছালভেস
জন্ম : ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, কালিগঞ্জ

“এ ভুবন আলো করে, এ পৃথিবীতে এসেছিলে তুমি
হাজার প্রদীপ প্রজ্বলন করে
নিঃশব্দে চলে গেলে তুমি।”

ও বাবা দেখতে দেখতে বছর ঘুরে চলে এল সেই বেদনাবিধূর ৫ নভেম্বর, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে শোকের সাগরে ভাসিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলে পিতার রাজ্যে। বাবা, মনেই হয়না এতটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় এইতো প্রতিটি কাজে তুমি আমাদের পাশেই আছ। বাবা তুমি সব সময় আমাদের সাথে সাথে পথ চল। তুমি যে আমাদের শক্তি, আমাদের প্রেরণা। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আরও অনেক প্রার্থনা কর যেন আমরা মাকে নিয়ে তোমার আদর্শে পথ চলতে পারি। বাবা দীর্ঘ বার বছর পর আমাদের পরিবারে দু'যমজ নাতি হয়েছে। এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমার সুন্দর বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল রয়েছে। যেগুলোর সুন্দর সুন্দর নাম। বাবা লাকীও মা হয়েছে। বাবা তোমার প্রতিটি সন্তান আজ এতিম। ছায়াহীন, মালিহীন। বাবা তোমার দাদু ভাইয়েরা তো তোমাকে দেখতেই পেলনা। ওরা যে আমাদের চেয়েও অভাগা। বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর। সব সময় আমাদের মাথার উপর ছায়া হয়ে থেকো।

তোমার আদরের
একমাত্র ছেলে-ছেলের বউ : লিটন ও পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে ও জামাই : চিত্রা ও এলিয়াস (ইতালী)
মেঝো মেয়ে ও জামাই : লিপি ও সজল (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে ও জামাই : লাকী ও চার্লস (সুইডেন)
নাতি : সান্ড্রো, অপূর্ব, লিয়ান, লিড়িও ও অঙ্কার
নাতনী : এমি, লাবন্য ও অবন্তী
স্ত্রী : মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

বিজ্ঞ/৩৩০/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org